শকুন্তলা।

গীতাভিনয়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

—:০:—

কালীঘাট।

শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়,

কালীঘাট, বিশ্বদূত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা।

শকুন্তলা।

গীতাভিনয়।
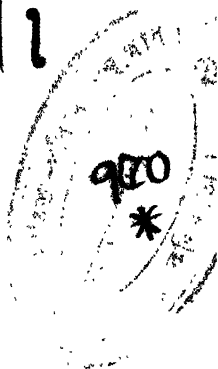
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কালিঘাট।

শ্রীযুক্ত পশুপতি নাথ মুখোপাধ্যায়,।

কালিঘাট, বিশ্বদূত যন্ত্রে যন্ত্রিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়

মহাশয় মহোদয়েষু।

নিবেদনমিদং

ইদানীনং এ প্রদেশে বিদ্যালোচনা ও বুদ্ধি বৃত্তি-সাধনের বহুবিধ যত্ন প্রদর্শিত হইতেছে, এবং জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু লোকবৃন্দের মনোরঞ্জনহেতু উপায় অতি বিরল। পূর্ব্বকালে ভারতভূমিতে মনোবৃত্তির সন্তোষ সাধন জন্য যে যে উপায় ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া উঠিয়াছে। সংগীত বিদ্যার তাদৃশ গৌরব নাই, দর্শনকাব্য রসালোচনার যৎপরোনাস্তি খর্ব্বতা হইয়াছে। এবং অতুল্য প্রীতিকর নাট্যাভিনয় অভাবে যাত্রা নামক অপকৃষ্ট জঘন্য অভিনয় তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। অধুনাতন কতিপয় বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ দর্শন কাব্য উদ্ধার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই যত্ন ক্ষণজীবী হওয়াতে তাহার বিশেষ

ফলোৎপত্তি হয় নাই। বস্তুতঃ যদিচ এক্ষণে ভদ্র সাধারণের যাত্রাদির প্রতি যথোচিত অনাদর জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন যোগ্য প্রতিনিধি প্রাপ্ত না হওয়াতে বিশুদ্ধ আমোদের উপায়াভাব ঘটিয়াছে। এতাবৎ বিবেচনা করিয়া আমি যাত্রার প্রণালী সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং প্রথমতঃ কবিকুল চূড়ামণি কালীদাস রচিত শকুন্তলা নাটক গীতাভিনয়চ্ছলে পরিবর্ত্তিত করিয়া কয়েকবার অভিনয় করিয়াছি।

এই অভিনয় উপলক্ষে আপনি অনুকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য কতিপয় বান্ধবগণ যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার নিমিত্তে আমি চিরবাধিত রহিলাম, এক্ষণে অভিনয় দর্শকগণ বার বার যে আদর প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সাহসী হইয়া এই "শকুন্তলা গীতাভিনয়,, মুদ্রাঙ্কিত করিয়া আপনাকে সম-

র্পণ করিলাম, আপনি ও পাঠকগণ অনুকূল নয়নে পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাং বলাগোড়।

কালিঘাট।
১ বৈশাখ ১২৮১ সাল।

শকুন্তলা

গীতাভিনয়।

ধুয়া।

রাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালী।

পারিপার্শ্বিক। কিঙ্কর নিকরে করুণা
কর শঙ্কর।

হলো হে দিনান্ত ক্রমে এলো দিন ভয়ঙ্কর ॥
বেদাগমে শুনি ভবে মহিমা অপার তব,
সংসার স্থিতি সংহার তোমাতে সম্ভব সব,
সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজীবে আবির্ভাব,
দীন দুরিত জনে দুর্গতি সংহর হর ॥

(নটের প্রবেশ।)

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়া।

নট। নমস্তে সর্ব্বস্বরূপে সারদে শুভদায়িনি ॥
বেদাদি তন্ত্রবিধানে বিদ্যা বিধায়িনি ॥
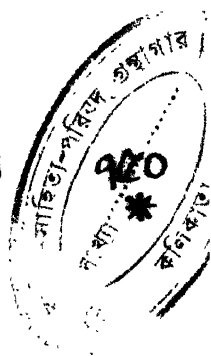
বেণু বীণা আদি যন্ত্র, তান লয় তন্ত্র, মন্ত্র,
তোমাতে শুনি সর্ব্বত্র, সুরেন্দ্র বন্দিনি ॥
বিরাজ সরোজদলে, শ্বেত শতদল দলে,
কি সুন্দর শোভিছে গলে, শ্বেতবরণি ॥

(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! আজ কি অপূর্ব্ব সভাই হয়েছে! এরূপ বিবিধ বিদ্যানুরাগী অশেষ গুনগ্রাহী সভ্য মহাশয়দের শুভাগমন একত্রে কখন দেখা যায় না, এমন সুসংযোগে সকলের ভাগ্যে ঘটে না; বিশেষতঃ এই সভ্য মহাশয়েরা যে আমার প্রতি এত দূর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন এ আমার যথেষ্ট শ্লাঘা। এখন এঁদের মনোরঞ্জন কত্তে পাল্লিই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কই? প্রেয়সী যে এখনো আস্‌চেন না? তিনি এলেই যে এ সভ্য মহাশয়দের মনোরঞ্জনের একটা উপায় স্থির করা যায়।—তা প্রেয়সীকে এক বার ডাকি।—প্রিয়ে! কোথায় তুমি? প্রিয়ে, শীঘ্র এদিকে এস।

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। কিহে নাথ, এত উতলা কেন?

নট। এই যে! উতলা তোমারি জন্যে, আর এই সভ্য মহাশয়দের জন্যে।

নটী। কেন?—সভ্য মহাশয়দের জন্যেই বা উতলা কেন, আর আমার জন্যেই বা উতলা কেন?

নট। তাও কি বুঝ্‌তে পার্‌লে না প্রিয়ে? সভ্য মহাশয়দের জন্যে উতলা কেন,—ওঁরা তোমার কিঞ্চিৎ সঙ্গীতাদি শুন্‌তে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন, আর তোমার জন্যে উতলা—তোমার অদর্শনে।

নটী। হাঁ, হাঁ, তা জানি, তোমার ত আমার জন্যে ঘুম হয় না, ভেবে ভেবে একবারে খুন হলো।

নট। ঐ তো তোমার দোষ, আমার কথা তো তোমার কিছুই বিশ্বাস হয় না।

ভাল! এই তো দশ জন ভদ্রলোক আছেন, সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা কর দেখি?

নটী। যা হউক, সে জন্য আর প্রমাণ সাক্ষী কাজ কি? এখন তোমার মনের ভাব-টা কি তাই বল শুনি;—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি ভাবে ভাব আগারে, ভাবিয়া না পাই হে।
প্রকাশিয়ে কণ্ডন নাথ, শুনে প্রাণ যুড়াই হে॥
আমি তব প্রেমাধিনী, তোমা বই কিছু না জানি,
তুমি কি মোরে তেমনি, ভাব তাই সুধাই হে॥

নট। প্রিয়ে, আমি যে তোমাকে কিরূপ ভাবি তাকি তুমি জান না?

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

যে ভাল বাসি প্রেয়সি জানাবো কি তো-
মায় বলে।
দেখাতাম্ সে ভালবাসা অন্তর দেখা-
বার হলে॥

তিলেক না হেরে তোরে, বিরহ দহে অন্তরে, তো বিনে আর কে পারে, নিবাতে মনের অনলে॥

সে যা হউক প্রিয়ে, এখন আজকার সভার যে কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে তা ত দেখ্‌ছ, এমন অশেষ গুণশীল জনগণের একত্রে সমাগম হওয়া অতি দুরূহ, অতএব এমন সুযোগ অবহেলা করা কোন মতেই উচিত নয়। তা প্রিয়ে, যাতে কিঞ্চিৎ নিজ গুণ প্রকাশ করে এই সকল গুণগ্রাহী মহোদয়ের পরিতৃপ্তি জন্মাতে পার তারই সম্পূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

নটী। এঁদের মনোরঞ্জন করা কি আমাদের সাধ্য?

নট। কেনই বা না হবে? আমরা ত যত্নের ত্রুটী কর্‌বো না। আর যদ্যপিই আমাদের যত্নের বিশেষ সফলতা না হয়, তথাপি বোধ করি এই সুশীল গুণগ্রাহী

মহাশয়েরা আমাদের ত্রুটিসমূহের প্রতি সকরুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করবেন।

নটী। তা করবেন কি? বলা যায় না। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া হাস্য মুখে) মুখ দেখে কেমন২ বোধ হয়। যা হোক্, এখন কি প্রণালীতে এদের মনোরঞ্জন হতে পারে তা কিছু স্থির করেছ? কেবল কি সঙ্গীতাদি শোনান যাবে, না কোন নাটকের অভিনয় করা কর্ত্তব্য?

নট। না প্রিয়ে, আমার অভিপ্রায় যে কোন অভিনব নাটক যাত্রাচ্ছলে প্রকাশ করাই উচিত। আমি বলি শকুন্তলা উপাখ্যানই তদুপযোগী হতে পারে, তুমি কি বল?

নটী। হান্ কি। নাটক যাত্রাচ্ছলে, নূতন ব্যাপার বটে, বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা সকলেরি প্রিয়। তবে এই সভা মহাশয়দের কি অভিপ্রায় বলা যায় না।

নট। তুমি একবার জিজ্ঞাসা করনা।

নটী। (স্মিতমুখে) জিজ্ঞাসা কর্‌রো?
আচ্ছা করি;—

শকুন্তলা যাত্রাচ্ছলে করিব প্রকাশ।
অধিনীর মনে আজি এই অভিলাষ॥
সভাজন মুখে যদি অনুমতি পাই।
সপুলকে সবে মেলি সাজিবারে যাই॥

কৈ? ওরা ত কিছুই বল্লেন্ না।

নট। হাঁ—ঐ যে, মৌনই সম্মতি লক্ষণ।
তা চল আমরা সাজ গোজ কর্‌য়্যে আসিগে।

নটী। আচ্ছা—চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান

ধুয়া।

শুন সুরসিক জন, শকুন্তলা বিবরণ,
সুমধুর চিত্তবিনোদন।
দুষ্মন্ত নৃপতি বর, ভারতের অধীশ্বর,
যার ভয়ে কাঁপে রিপুগণ॥

এক দিন সুসময়ে, চতুরঙ্গ দল লয়ে,
চলিলেন মৃগ অন্বেষণে।
বন মধ্যে প্রবেশিয়ে, মৃগশিশু নিরখিয়ে,
ধরিলেন বাণ শরাসনে॥
বুঝিয়ে রাজার মন, ঋষিপুত্র দুই জন,
নিবারিল মৃগ বধিবারে।
ঋষিবাক্য শিরে ধরি, শরচাপ ত্যাগ করি
নমস্কার করেন দোঁহারে॥
তবে তপোধন দ্বয়, হোক্ শুভ অভ্যুদয়,
এই বলি করে আশীর্ব্বাদ।
রাজা হরষিত মনে, জিজ্ঞাসেন সযতনে,
মহামুনি কণ্বের সম্বাদ॥
ভূপে দিয়ে পরিচয়, হৃষ্টমনে ঋষিদ্বয়,
আজ্ঞা লয়ে করিল গমন।
পবিত্র সে তপোবন, রাজা দেখিবার জন্য,
পদব্রজে চলেন তখন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে, শুনি চমকিত মনে
কামিনির কলকণ্ঠধ্বনি।

ভূপতি চৌদিকে চান, সম্মুখে দেখিতে পান,
তিন জন সুরূপা কামিনী ।।
শকুন্তলা কণ্বসুতা, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুতা,
রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী ।
অনসুয়া প্রিয়ম্বদা, দুই সখী সঙ্গে সদা,
তপোবনে করেন বসতি ।।
দুষ্মন্তে দেখি অমনি, লাজে নম্রমুখী ধনী,
পরিচয় চায় সখীগণ ।
হাসি ভূপ কুতুহলে, শকুন্তলে সেই ছলে,
করিলেন অঙ্গুরী অর্পণ ।।
দেখি নৃপনামাঙ্কিত, হলো সবে চমকিত,
পরিচিত উভয়ে তখন ।
উভয়ে উভয়ে চান, অমনি কুসুমবাণ,
একত্রে বিঁধিল দুই মন ।।

রাগিণী বাহার—তাল তিওট ।

অতি চমৎকৃত শুন সভাজন ।
দুষ্মন্তে শকুন্তলার সংমিলন ॥

উভয়ে উভয়ে হেরে, উভয়ের মন হরে,
পরিণয় পরস্পারে, হায় কি বিধির ঘটন।

(অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।)

প্রিয়ং। দেখ সখি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস্য কর্‌বো। দেখ, কদিন ধরো আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে কিছু অন্যমনা দেখ্‌ছি কেন বল দেখি? আমাদের সঙ্গেও আর তেমন ভাল করো কথা কন্ না, সদাই অন্যমনে নির্জ্জনে একাকিনী বস্‌তেই ভাল বাসেন, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

অন। সত্য সখি, ক্রমে শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হচ্চে, আর আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করেছেন। তা, আমাদের কাছেও ত কিছু বলেন না, যে কোন উপায় দেখি। দেখ সখি, চল আমরা একবার তাঁর কাছে যাই, গিয়ে তাঁর অসুখের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করি।

প্রিয়ং। হাঁ সখি, তাই চল যাই।

(শকুন্তলাকে আগত দেখিয়া) না না, আর যেতে হবে না, এই যে শকুন্তলা এখানে আস্‌চেন। এস এস প্রিয়সখি, আমরা তোমারই কথা এই কচ্ছিলুম; এসেছ ভালই হয়েছে। সখি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি কি, বলি তোমার শরীর গতিক কিছু ব্যারাম কি মনের কোন পীড়া হয় নি ত? কেন না এমন ভাব তো তোমার কখন দেখি নাই, যখন যা হয় আমাদের কাছে বল; কিন্তু এবার যে তোমার কি হলো কিছুই বল না এর কারণ কি? যা হোক্ সখি, তোমার মনের কথাটী আমাদের কাছে বল্‌তে হবে, আমারা ত তোমার পর নই।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

মনোগত ভাব প্রকাশি বল বল।

ওলো কি ভাবে অভাব দেখি স্বভাব
চঞ্চল।

কি জানি হেরি কি জন্য, শরীর হইল শীর্ণ,
সুবর্ণ জিনি সুবর্ণ, হলো বিবর্ণ,
সাহাস্য বদন কেন হেরি বিষণ্ণ,
কেন লো নয়ননীরে ভাসিছে হৃদি কমল ॥

অন। হাঁ প্রিয়সখি, প্রিয়ম্বদা ত ভালই বলেছে, কেন মনোদুঃখ গোপন কর? দুঃখ মনে মনে রাখ্‌লে দিন দিন বৃদ্ধি বইতো কখন কমে না, আর আমাদের কাছেই বা তোমার লজ্জা কি? প্রকাশ করে বল।

শকুন্তলা। সখি! যা বল্‌চো সকলই সত্য, কিন্তু আমার যে মনোবেদনা তা ব্যক্ত কল্লে কি হবে? কেবল তোমাদেরও দুঃখের ভাগিনী করা বৈত নয়।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

যে দুঃখে অন্তর জ্বলে রজনী দিবে।
শুনিলে যন্ত্রণা কেবল দুঃখের ভাগিনী হবে ॥

যে অনলে জ্বলে প্রাণ, জলেতে নহে নির্ব্বাণ,
সন্তাপ শীতলে কিছু না দেখি সন্ধান।
না জানি আর কত দুঃখ দিবেন ভগবান্॥
এ দুঃখে সজনি যদি প্রাণ যায়, প্রাণ
যুড়ায় তবে॥

প্রিয়। হাঁ সখি, তা ব্যাপারটা কি ভাল করে্য বল না। তুমি কি জান না যে আত্মজনের কাছে মনঃপীড়া ব্যক্ত কল্লে অনেক দুঃখের শান্তি হয়; তাই বল যে শুনে যা সদুপায় হয় তারই বরং চেষ্টা করা যাক্।

শকু। সখি! তোমাদের কাছে না বলে্যই বা আর কার কাছে বল্‌বো? আর আমার কে আছে? তোমরা বই আমার দুঃখে দুঃখী, সুখের সুখী আর কে হবে? সখি, আমার দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো?

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

সাধে কি সজনি আমার প্রাণ জলে বিরহা-
গুণে।
যে অবধি বনমাঝে হেরেছি সেই চন্দ্রাননে।।
যে দিন নয়নে নয়ন, হরিল জীবন যৌবন,
সেই হল্যে ব্যাকুল প্রাণ, প্রবোধ না মানে
মনে।।

প্রিয়। ঐ, আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে। আমিও মনে মনে করেছিলাম যে আমাদের সখী কেবল সেই রাজা দুষ্মন্তকে দেখেই এত চঞ্চল হয়েছেন। তা এর জন্যে আর এত ভাবনা কিসের? এর কি আর উপায় হয় না? (শকুন্তলার প্রতি) উনি পাগল, তাই আমাদের এত দিন বলেন নি, বল্লে কি আর এত দুঃখ পেতে হয়? সখি, আমাদের কাছে তোমার লজ্জা কি বল দেখি? আমরা কি তোমার পর, তাই এ কথা গোপন করো রেখেছো? আজ শুনে

যে আমাদের কি আহ্লাদ হলো তা বলে কি জানাবো? সখি! তুমি যেমন রূপবতী ও গুণবতী, তেমনি অনুরূপ পাত্রেই অনুরক্তা হয়েছ।

অন। সখি, হবে না কেন? কমলিনী, দিবাকর ও কুমদিনি নিশানাথের প্রতিই অনুরক্তা হয়. তবে কুমদিনি আমাদের সখী সেই রাজর্ষির প্রতি না হবেন কেন? যা হউক সখি, এতদিনে আম.দের মনোরথ পূর্ণ হলো।

রাগিণী ঝিঝিট---তাল আড়াখেমটা।

কথা শুনে জুড়াল জীবন,ওলো সজনি এখন।
পেয়েছ লো চন্দ্রাননি মনোমত রতন।
তুমি যেমন গুণবতী, তেমনি সে নব ভুপতি,
মিলাইব শীঘ্রগতি, করে প্রাণপণ॥

প্রিয়। সখি, সে জন্য তোমার আর চিন্তা কি? যাতে ত্বরায় কার্য্য সিদ্ধ হয়

তারই চেস্টা আমরা এখন প্রাণপণে করি;
তুমি ধৈর্য্য ধর।

শকু। সখি, ধৈর্য্য ধোরবো কি, তোমরা ত কখন এ জালা ভোগ করনি তা জান্‌বে কি, অনায়াসে প্রবোধ দিচ্চ, কিন্তু আমার শরীর সেই প্রাণেশ্বরের বিরহ যিষে জ্বর জ্বর হতেছে। সখিরে আর আমার বাঁচিবার সাধ নাই।

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল চৌতাল।

বাঁচিতে বাসনা মনে, নাহি আর ছার জীবনে,
জ্বলে প্রাণ বিরহাগুণে, সে জন বিহনে।
যুবতীর সঙ্গতি যত, সঁপেছি তায় জন্মের মত,
হয়েছি তার অনুগত, হেরেছি যে দিনে॥

প্রিয়। প্রিয় সখি, ভাল, একটা উপায় আছে বলি শোন দেখি, মহারাজ বলেছিলেন যে, তিনি মৃগয়া উপলক্ষে আমাদের তপোবন সন্নিধানে কিছু কাল বাস করবেন, অতএব

তুমি আপনার মনের মত এক খানি পত্র লেখ, আমরা তা নির্ম্মাল্যচ্ছলে পুষ্পের সাজে সেই রাজর্ষির হাতে দিয়ে আস্‌বো, তা হলেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। তিনি পত্র পাঠ করে৷ কখনই স্থির হতে পার্‌বেন না, অবশ্যই আস্‌তে হবে।

শকু। সখি, তোমাদের মতে কখন আমার অমত নাই, তবে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা হচ্চে, পাছে পত্র পেয়ে মহারাজ দুঃখিনী বনবাসিনী বল্যে আরও ঘৃণা করেন।

অন। (হাসামুখে) সে কি প্রিয়সখি? তাও কি কখন হয়?

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

হায় হায় হায় কি ঠাটের কথা শুনে হাঁসি পায়।
যত্ন বিনে রত্ন পেলে তুচ্ছ করে কে কোথায়॥
ফুট্‌ল ফুল কমলিনী, ভৃঙ্গরাজ ধায় অমনি;
মনের সুখে ঝাঁকে ঝাঁকে গন্ধ যদি পায়।

হায় হায় হায় কি বল্‌বো লো তোমায়।
সৌরভে আর গৌরবে তোর, ঘুরে এসে
পড়্‌বে পায়॥

সখি, আর বিলম্ব করো না, ত্বরায় পত্র রচনা কর।

শকু। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সখি, এই ত পত্র রচনা হলো, এখন দেখ দেখি—ভাল হলো কি না?

প্রিয়। তুমি পড় আমরা শুনি।

শকু। তবে শোনো—(পত্র পাঠ)।

"না জানি হে তব মন, মোর প্রতি সে কেমন,
যে করে আমার মন, কহিব হে কাহারে।
মদনের ফুলবাণ, তাপিছে আমার প্রাণ—"

(রাজা সহসা অগ্রসর হইয়া)

"তোমায় তাপিছে মাত্র, দগ্ধ করে আমারে।"

প্রিয়। (ত্রস্তভাবে) একি, আসুন আসুন, মহারাজ।

রাগিনী বাঁয়োয়া—তাল ঠুংরি।

রাজা। যে অনলে দহিছে জীবন।
তোমা বিনে অনুক্ষণ।
তব জন্যে লো সুন্দরি, যাতনায় মরি মরি,
বাঁচালো অনলে করি, প্রেমবারি বরিষণ।

প্রিয়। মহারাজ, আজ আপনার আগমন আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম তা কিছুই বল্‌তে পারিনে, শত শত সাম্রাজ্য কি অমূল্য রত্ন লাভ হলেও এরূপ আহ্লাদ হয় না।

রাজা। সখি, সেটা পরস্পরেরই বটে, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি,—তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আজ এ প্রকার দেখ্‌ছি কেন?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

বল তাহে কেনহে এমন রূপ নিরখি, সখি।
কি তাহে মলিন দেহ ব্যাকুলা শশিমুখি॥

হেরিয়ে সুচারু অঙ্গ, মোহিত হয়ে গেছে
অনঙ্গ, মুখপদ্ম ভ্রমে সদা ভ্রমে হে ভৃঙ্গ,
চাঁদ ভ্রমেতে কভু চকোরের রঙ্গ,
সে চাঁদ আছে কি লাগি, বিষাদ নীরদে
ঢাকি ॥

সখি! তোমাদের প্রিয়সখীকে আজ ভাবান্তর দেখে অতিশয় অসুখী ও নিরুৎসাহী হয়েছি, সত্য করে বল, এরূপ অসুখের কারণ কি?

অন। মহারাজ, প্রিয়সখীর এখন আর অসুখ নাই, যেমন রোগ, তার মত ঔষধও পড়েছে, আর চিন্তা কি, আপনার দর্শনেই সকল অসুখ দূর হয়েছে।

রাজা। সখি, তোমার কথার ভাব আমি কিছু বুঝতে পারলেম না।

অন। (হাস্য মুখে) সেকি মহারাজ?

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

বলিতে হইবে তা কি জাননা হে গুণমণি।
নলিনী মুদিয়া রয় কি প্রকাশিলে দিনমণি।
যার জন্যে গুণনিধি, দুঃখে ভাসে নিরবধি,
সে নিধি মিলালেন বিধি, আর কি দুঃখ
বল শুনি ॥

প্রিয়। তা মহারাজ, যথার্থ বল্‌তে কি, আপনিই আমাদের প্রিয়সখীর সকল অসুখের কারণ হয়েছিলেন।

রাজা। সখি, তা হলো অবশ্যই আমি দোষী বটে, তা আমি তোমাদের সখীর পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি, তা হলেও কি সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না। (শকুন্তলার চরণ ধারণ পূর্ব্বক)—

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ত্যেজে রাগ সোহাগে একবার কথ কও
বিধুবদনে।

নিতান্ত অধীন জনে বদন তুলে চা
নয়নে
অন্তরে আছে যে সাধ সেধোনা তাহে বিষা
করেছি যে অপরাধ, ক্ষমা দাও ধরি চরণে ॥

শকু। সখি, একি? মহারাজ, এ কি
করেন? (রাজার হস্ত ধারণ)।

রাজা। এই দেখ সখি, শকুন্তলা আমা
করে কর সমর্পণ কল্লেন।

অন। (হাসিয়া) তা বটে মহারাজ, তা
আপনাকে কর প্রদান কে না করে?

রাজা না না, আমি তা বল্‌চিনে; আ
বল্‌চি তোমাদের সখী করপ্রদান করাতে
আমার পাণিগ্রহণ করা হোলো (করধারণ)!

শকু। (লজ্জিতভাবে) সে কি মহারাজ,
আপনি কেমন অনুমতি করেন? আপ
রাজাধিরাজ, সংসারের পালনকর্ত্তা আর
আমি অতি দুঃখিনী, তপোবনবাসিনী ঋষি
কন্যা কোন ক্রমেই আপনার যোগ্য নহি, তবে

কেন ওরূপ অসঙ্গত কথা কয়ে আমাকে লজ্জা দেন।

রাগিণী বাহার—তাল আড়খেমটা।

কেন দেও হে লজ্জা মনে, মহারাজ হে।
হেন অসম্ভব ভাব বল সম্ভব হবে কেমনে॥
তুমি হে রাজ দণ্ডধারী, আমি যে দুঃখিনী নারী, কাননে বসতি করি, দেখ চিরকাল তব অধীনে॥

রাজা। বিধুমুখি, রত্ন কি কখন আপন মর্য্যাদা জানে? দেখ অতি কুৎসিত কদর্য্য স্থানেই থাকে। পাহাড়, পর্ব্বত, গহন, বন ইত্যাদি দুর্গম প্রদেশেই তাহাদের বাসস্থান, কিন্তু সে অমূল্য এবং অতি দুর্লভ ধন; যার ভাগ্যে থাকে সেই লাভ করে। সেই রূপ দুর্লভ অমূল্য নারীরত্ন আজ তোমাকে আমি কপালক্রমে লাভ করেছি, তুমি সৌভাগ্য-সুলভ রত্ন নয়।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

আজ কপাল গুণে পেয়েছি রতনে।
রাখি হৃদয়ের ধন হৃদয়ে যতনে ॥
শুন লো সুন্দরি আছে ব্যক্ত ত্রিভুবনে,
নারীলাভ করেছে কত দেবাদি ভূপতিগণে।
দেখ হয় কি না হয়, যেমন লক্ষ্মীলাভ
করেন হরি সমুদ্র মন্থনে ॥

শকু। মহারাজ, আপনার যথারুচি করুন। কিন্তু আমি আপনার সৌভাগ্যকে আপনিই সম্যক্ বিশ্বাস কত্তে পাচ্চেন।

অন। মহারাজ, সকলি ত হলো; এখন একটী কর্ম্ম আর বাকি থাকে কেন? বিবাহের একটা প্রধান অঙ্গ মাল্যবদল।

রাজা। হাঁ হঁ, সেটা আর বাকি থাকে কেন? কিন্তু আসল কর্ম্মে ব্যাঘাত হয় নি, আমরা পরস্পরে অগ্রে মনমাল্য বদল করে রেখেছি; তবে একটা লৌকিক ক্রিয়া চাই, তা আমি ত পূর্ব্বেই আমার হস্তের অঙ্গুরী

প্রদান করেছি, এখন তোমাদের প্রিয়সখী ওঁর হাতের অঙ্গুরীটী আমাকে দিলেইত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

অন। হাঁ মহারাজ, ভাল বলেছেন। সখী শকুন্তলে, তবে তাই দাও। শুভস্য শীঘ্রং। লজ্জা কি

শকু। সখি, তোমাদের কাছে আমার আর কি লজ্জা আছে? এই নাও (অঙ্গুরী প্রদান) এখন তুষ্ট হলে তো।

অন। হাঁ, আমাদের এত দিনের সকল সাধ পূর্ণ হলো।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

এত দিনে মনোসাধ পূরিল সজনি।
আনন্দ সলিলে আজি ভাসিল সুখের তরণী।
যে আশা অন্তরে ছিল, সে ধন বিধি মিলাইল,
ভানুতনু প্রকাশিল, প্রস্ফুটিত হলো নলিনী।

* * * *

প্রিয়। প্রিয়সখি, আমাদের যত দূর সাধ্য তা ত কল্লেম। এখন সেই মাধবী মূলে জল সেচন কত্তো যে অপেক্ষা আছে আমরা সেটা সেরে আসিগে। তুমি একটু এই খানে থাক।

শকু। সে কি সখি, তোমরা দুইজনেই আমাকে ফেলে চল্লে? আমি এখানে কি একাকিনী থাক্‌বো।

প্রিয়। (হাস-মুখে) সে কি সখি? এই যে পৃথিবীনাথকে তোমার কাছে রেখে যাচ্চি! তথাপিও কি একাকিনী।

রাজা। কেন প্রিয়ে! এ অধীনত নিকটে আছে, কি কত্তো হবে বল, নূতন ভৃত্য বল্যে কি বিশ্বাস হচ্চেনা?

শকু। ঐ তো মহারাজ, ওতেইত মনে সন্দেহ জন্মে; ভাবি, যে প্রথমেই এত বাড়ান তাতে শেষ রৈলে হয়।

প্রথমে কথা কৌশলে হাতে দেয় চাঁদ।
মিষ্ট মুখ পুরুষ কিবল নারি মজাবার ফাঁদ॥

আগে বাড়া বাড়ি শেষে সঘনে পতন।
কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

যা বল সকলি ভাল এত ভাল নয়।
অবলারি সরল প্রাণ সর্ব্বদা সংশয় ॥
পুরুষের নাই ধর্ম্ম জ্ঞান, প্রথমে বাড়ায় মান,
স্বকার্য্য উদ্ধারি শেষে করে অপমান,
হয় না হয় সত্যভামায় দেখ সপ্রমাণ,
দর্পচূর্ণ করেন হরি তাও কি প্রাণে সয়।

রাজা। বাড়াবাড়ি না হল্যে কি বাঁধে-লো প্রণয় ?
এলো প্রেম, ছাঁচা জল, কতক্ষণ রয় ॥
আর একটা কথা বলি শুনলো সুন্দরি।
নারীর মন পাওয়া ভার তাই এত করি ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কব কায অপেক্ষ নারীর অন্ত পাওয়া ভার। কি কব আর।

মনের মতন মন যোগাতে অস্থি চর্ম্ম হয়
লো সার,
এমনি করে ভক্তিভাবে,পূজ্‌লে পরে ইষ্ট দেবে,
ইষ্ট সিদ্ধি হয়লো আবার পরকালে পার।
আর কি কব প্রিয়ে, নারীর ব্যবহার,
শব সাধনের বাড়া হলো হায় কি দেখি
চমৎক র।

শকু। হেন অসম্ভব কথা কোথায় সম্ভবে।
পুরুষ সরল যত মনে জানে সবে॥
না জেনে না শুনে আগে পুরুষেরে
ভজে।
অবোধ অবলা বলা ধনে প্রাণে মজে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

পুরুষের মন কঠিন যেমন নারীর তেমন
নয় হে।
অকাশের চাঁদ হতে দিয়ে অবলা মজায় হে।
জানি হে পুরুষের রীতি,নির্দ্দয় নিষ্ঠুর জাতি,
নারী বধ করিতে কিছু নাহি ধর্ম্ম ভয়।

দেখ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরি, ব্রজাঙ্গনার মন
হরি,পলাইলেন মধুপুরী হইয়ে নির্দয়, হে॥
রাজা। যা বল সকল দোষ আছে পুরুষের।
যে পড়েছে নারীপ্রেমে সে পেয়েছে টের॥
মিছরির ছুরি খানি, কিন্তু ক্ষুরের ধার।
ইন্দ্র-চন্দ্র ব্রহ্মা আদি,জান্তে বাকি কার॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

রমণীর মন সরল যেমন জান্তে বাকি কার।
পুরুষের মন চুরি করে এই ত ব্যবহার॥
নারীর প্রেমে মজে কত, মহারাজার রাজ্য
হত,বল বুদ্ধি লোপোৎপত্তি হয়লো সবাকার।
যে পড়েছে নারীর প্রেমে, তারই এই
খোয়ার।
তাই বলি প্রেয়সি নারীর প্রেমে নমস্কার॥
শকু। য. বল নারীর প্রাণে সব সৈতে হয়।
পরবশ সদা কভু আত্ম বশ নয়॥
কিন্তু একটী কথা বলি ভেবে দেখ মনে।
পতি মন যোগাতে কত সতী মরে প্রাণে॥

তাই বলি পুরুষের যদি থাকে ধর্ম্ম ভয়।
তাহলে কি নারি নিন্দা কর মহাশয়।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

নারী মন্দ বলে যে না জানে নারীর মন।
অকপট সরল হৃদয় সদা সর্ব্বক্ষণ॥
পতির প্রতি সতীর প্রাণ, চিরকাল থাকে সমান, তার সাক্ষী সাবিত্রী সতীতে সপ্রমাণ।
যেমন মৃতপতি সত্যবানের দিল প্রাণদান॥
দেখ যুগ যুগান্তরে, পতির জন্যে সতী মরে,
পুরুষ কোথা নারীর তরে, ত্যেজেছে জীবন॥

প্রিয়। (হাসিয়া) প্রিয়সখি, আর কেন? যথেষ্ট হয়েছে। তা মিছে আর বাক্ কলহ করে কি হবে বল, বরং পরস্পরে এখন এমন বিবাদ কর যে, কার্ প্রেম অকপট ভাবে চিরকাল সমান থাকে।

শকু। সখি, সে কথা আমাকে বল কেন? আমাদের প্রণয় ত অন্যথা হবার নয়, পতি

বিনা সতীর কি আর গতি আছে? বরং যাকে বল্‌তে হয় তাকেই বল।

রাজা। বিধুমুখি, তোমার কি এখন আমাকে বিশ্বাস হয় নি? প্রিয়ে, তুমি আমাকে যে প্রণয়-পাশে বেঁধেছ, প্রাণের বিচ্ছেদ হবে তবু প্রেমের বিচ্ছেদ হবেনা। অতএব সে চিন্তা কোরো না।

শকু। মহারাজ, তা হলে আর চিন্তা কি?

রাগিণী বাহার—তাল আড়্‌খেম্‌টা।

প্রেম রয় যদি একভাবে; প্রাণনাথ হে;
তবেবিচ্ছেদের কে ভাবনা ভাবে।
সুজনে সুজনে হলে,মলেও কি সে প্রেম ভোলে,
ভাসে সদা প্রেমসলিলে,নিত্য নূতন রস গরবে॥

অন। মহারাজ, কিন্তু একটা কথা না বল্যে আর থাক্‌তে পারিনে; মহারাজ, আমাদের মনে একটী আশঙ্কা আছে।

রাজা। সে কি সখি? আবার আশঙ্কা, কিসের?

অন। শুন্‌তে পাই ভূপতিদিগের অনেক মহিষী থাকে, সুতরাং সকলের প্রতি সমান স্নেহ কখনই থাকে না ; অতএব দেখ্‌বেন মহারাজ, যেন প্রিয়সখীর নিমিত্ত পরে আমরা মনস্তাপ না পাই।

রাজা। সখি আর কি অধিক বল্‌বো তোমাদের কাছে এই শপথ করে বল্‌চি তোমাদের সখিই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব হ-বেন ; সে জন্যে ক্ষণকালও চিন্তা কোরোনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সখি মিছে কেন কর চিন্তে, অনিত্য যে চিন্তে।

করি প্রাণপণ, এসেছি এখন,
মন প্রাণ ধন, সঁপে একান্তে।
দৃষ্টিমাত্রে সখি যে হরিল মন,
হৃদয়ের ধন, জীবনের জীবন
পাই যদি রতন, করে প্রাণপণ
ভুলিতে কি পারি জীবন অন্তে।

ধুয়া।

রাগিণী সাহানা—তাল জৎ।

পারিপার্শ্বিক। হলো শুভ সম্মিলন,
মন সুখে তপোবনে বিহরে দুজন।
রসিক রসিকাসনে, সদা রস আলাপনে,
দিবস রজনী বনে করিছে হরণ॥
এইরূপে কিছুকাল বঞ্চিয়ে রাজন।
স্বরাজ্য গমন আশে করেন মনন॥
তবে নরপতি অতি, প্রেয়সীরে করো মিনতি,
চাহেন বিদায় বলি আশ্বাস বচন॥

(রাজা! শকুন্তলা, অনসূয়া, এবং প্রিয়ম্বদা উপস্থিত।

রাজা। দেখ প্রেয়সি, অনেক দিন হলো রাজধানী হতো মৃগয়া উপলক্ষে এসেছি, অত এব প্রসন্নচিত্তে আমাকে একবার স্বরাজ্যে গমন জন্য বিদায় দাও।

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।

রেখলো প্রেয়সি অধীনে মনে।
অনেক দিন হলো হেথা, বিদায় দেও আসি
এক্ষণে।
এসে মৃগ অন্বেষণে, লভিলাম অমূল্য ধনে,
শূন্য করো সিংহাসনে; কিন্তু আর থাকি
কেমনে॥

শকু। সেকি সখা, তুমি বলেছ আমাদের পরস্পরের কখন বিচ্ছেদ হবে না, আবার এ কেমন কথা? পুরুষের কি দয়ামায়া যথার্থই কিছু নাই? তোমার মনে২ যদি এমন ছিল, তবে এই দুঃখিনী বনবাসিনী অবলা ঋষিবালাকে মজালে কেন?

রাগণী ঝিঝিট—তাল জলদ মধ্যমান।

যদি মনোবাসনা তোমার ছিল হে এমন।
জ্বেলে হুতাশন, করিবে গমন,
বল কি জন্যে মজালে তবে অবলারি
মন॥

বল ওহে গুণমণি, একি নিদারুণ বাণি,
মরি মরি কথা শুনি, জ্বলিছে জীবন।
না চাহিলাম গুরুজনে, মজিলাম নিষ্ঠুর সনে,
বুঝি সব হলো এক্ষণে, অরণ্যে রোদন॥

রাজা। বিধুমুখি, দেখ নিতান্ত অগত্যানুসারে এমন দুর্লভ বস্তু ত্যাগ করেও যেতে হচ্চে; কি করি, সিংহাসন শূন্য, আর আমার জন্যে সকলেই উদ্বিগ্ন আছে, অতএব এখন আমাকে বিদায় দাও, আবার কিছু দিন পরেই পুনরায় এসে তোমাকে রাজধানী লয়ে যাবো। প্রিয়ে; বিচ্ছেদ যাতনা উভয়েরি সমান সহ্য কত্তে হবে; কিন্তু কি করি, তার ত নিবারণের (উপায়) নাই।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

কেন লো চিন্তা অকারণ।
মন বাঁধা দিয়ে প্রিয়ে আমি চলিলাম এখন॥
তোমাতে সঁপেছি সব, মিছে কি ভাবনা ভাব
দেহ মাত্র লয়ে যাব, ছাড়িয়া জীবন।

ত্যেজে প্রাণ লয়ে দেহ, থাকিতে কি পারে
কেহ, অন্তরে রেখলো স্নেহ, বলে প্রিয় জন॥

শকু। সখা, তবে কি এ দাসীকে ফেলে নিতান্ত চল্লে?

রাজা। প্রিয়ে, না গেলে কিরূপে রাজ কার্য্য চলে? তবে এখন প্রফুল্ল বদনে কিছু দিনের জন্যে আমাকে এক বার বিদায় দাও।

শকু।—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জলদ মধ্যমান।

আজ একান্ত যাবে যদি হইয়ে নিদয়।
ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়।
দেখো নিতান্ত অধিনী বলে মনে যেন রয়॥
আশাপথ নিরখিয়ে, রৈলাম মনে প্রবোধিয়ে,
দেখ, হয় না যেন বিন্ধ্যগিরির অগস্তের আশয়॥

রাজা। বিধুমুখি, তার জন্যে ক্ষণকাল চিন্তা কোরো না, তুমি নিশ্চয় জেনো যে আমি নিতান্ত তোমারি। এক্ষনে তবে আমি আসি।

প্রিয়। (যোড়করে) মহারাজ, এসময়ে

আমাদের একটা নিবেদন, আমাদের প্রিয়-সখী আপনার হস্তে জীবন যৌবন সকলই অকপটে সমর্পণ করেছেন, অতএব তপোবনে এসে যে এক জন অতি অবলা ঋষি-বালার হৃদয়বল্লভ হয়েচেন, এ কথাটী যেন আপনার স্মরণ পথের অতীত না হয়, আমরা আর অধিক কি বল্‌বো?

রাজা। সখি, আমাকে আর অধিক বলা বাহুল্য।

(রাজার প্রস্থান।)

(শকুন্তলার চিন্তিত ভাবে অবস্থিতি।)

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

দুর্ব্বাসা। শুনিলাম, ঋষি কণ্ব কুটীরে নাই, তাঁর কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথি সৎকারের ভার দিয়া সোমতীর্থে গিয়াছেন, বেলাটাও অনেক হয়েছে; দেখি যদি মধ্যাহ্ন ব্যাপারটা এখানে হয়, তা হলে ভাল হয়। কোথা, শকুন্তলা কোথা? শকুন্তলে!

ও শকুন্তলে! কি! পাপীয়সি! তুই অতি-থির অপমান কল্লি? জানিসনে আমি দুর্ব্বাসা? এত অহঙ্কার, যে আমার কথার উত্তর দিলি নে? আচ্ছা তুই যার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আজ্ আমাকে অবহেলা ক'ল্লি, তোকে তার কখনও স্মরণ হবে না, (গমনে উদ্যত)।

প্রিয়। (দ্রুত আসিয়া) হায়! হায়! কি হবে? কি সর্ব্বনাশ! একি হলো! ঐ দেখ দুর্ব্বাসা আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অভিসম্পাৎ কল্লেন!

অন। (ব্যস্তভাবে) তাইত সখি! একি সর্ব্বনাশ! সখি, চল শীঘ্র ওঁর পায়ে ধরো ফিরিয়ে আনি, নৈলে আর উপায় নাই।

প্রিয়। চল সখি, চল, চল। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া দুর্ব্বাসার প্রতি) ঠাকুর, ফিরুন ফিরুন। ঠাকুর, আমাদের অপরাধ হয়েছে, আপনি ক্ষমা করুন। ঠাকুর, শকুন্তলা

অবোধ বালিকা, আপনার মহিমা কি জানে?
আপনি কার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছেন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

মুনিবর এত রাগত কার প্রতি।
কি জানে মহিমা তব অবোধ প্রকৃতি।
তব ক্রোধানলে কত, দেবাদি গন্ধর্ব্ব হত,
ক্ষম অপরাধ সেত, তোমারি সন্ততি।

অন। ঠাকুর, সেত আপনারই কন্যে, ঋষি কণ্বতে আর আপনাতে প্রভেদ কি?

দু:। যা—যা—যা! পাপিষ্ঠা হতভাগা ছুঁড়িরে। তোদের আর মিষ্ট কথা কইতে হবে না। এই মধ্যাহ্নকাল, তাতে, অতিথি সৎকার দূরে থাকুক, একটা কথাও কইলে না? এরাগ আমার কিছুতেই যাবে না।

প্রিয়। ঠাকুর, তা বল্লে কি হয়? আমরা ছাড়বো না, এই পায়ে ধরে রইলাম। হয় সে দুঃখিনীর প্রতি সদয় হয়ে শাপ মোচন করুন, নৈলে আমাদেরও হত্যা করে যান।

দু:। তোরা বৃথা কেন চেষ্টা করিস্? আমার কথা কখনই লঙ্ঘন হবার নয়।

প্রি। ঠাকুর, আপনাকে ক্ষমা কত্তেই হবে সে অজ্ঞান অবলা বালা তার অনিষ্ট কল্লে আপনার নামে কলঙ্ক হবে। মাহাত্যের হানি হবে। ঠাকুর, পায় ধরি ফিরুন।

দু:। দেখ, আমার শাপ অব্যর্থ, মোচন হবার নয়, তবে তোমরা অত্যন্ত কাতর হয়েছ, কি করি, আমি এই পর্য্যন্ত কত্তে পারি যে, যদ্যপি শকুন্তলা কোন স্মরণ চিহ্ন দেখাতে পারে, তা হলেই তার ভাব্যজনের স্মরণ হবে, নচেৎ আর উপায় নাই।

(দুর্ব্বাসার প্রস্থান)

প্রি। আঃ! তবু রক্ষে হলো, শকুন্তলার হাতে রাজার প্রদত্ত যে আংটী আছে সেই তাঁর শাপ মোচনের উপায় হবে।

অন। ঠিক্ কথা! তবে আর ভয় কি? কিন্তু সখি, দেখো, যেন এখন এ সব কথা সে না শুন্‌তে পায়।

প্রি। হাঁ! একথা কি তাঁকে বলে? শুন্‌লে কি সে আর প্রাণে বাঁচ্‌বে!

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

এ কথা কি কইতে পারি লো তার সনে।
শুনিলে সন্তাপে সে যে মরিবে জীবনে॥
একেত ব্যাকুলা অতি, পতি বিরহে সম্প্রতি,
কে দিবে ঘৃত আহুতি, জ্বলন্ত আগুনে॥

—০—

গান।

রাগিণী ভৈরবী—তাল জৎ।

পারিপার্শ্বিক। ভূপ করিলে গমন।
বিহ্বলা সে শকুন্তলা চিন্তা নিমগন॥
অনিবারে বারিধারে ভাসে দুনয়ন।
হৃদয় আকাশে বসি, ছিল পূর্ণ সুখ শশী,
বিচ্ছেদ মেঘেতে আসি, করে আচ্ছাদন।
কে পারে খণ্ডিতে, বল, বিধির লিখন।
সুখ দুঃখ পরস্পর সংসারে ঘটন।
মনস্তাপে পতি প্রতি, একান্তে ভাবিছে
সতী।
হেনকালে কি দুর্গতি, দৈব বিড়ম্বন॥

(শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া আসীন,
কণ্ব মুনির প্রবেশ।)

কণ্ব। কোথা বৎসে শকুন্তলে! দেখ
দৈবকর্তৃক তোমার পরিণয় সংবাদ প্রাপ্তে
অতি আনন্দিত হয়েছি, আমার পূর্ব্বাপর মা-
নামনছিল যে, তোমাকে কোন সুপাত্রে অর্পণ

কর্‌বো, তা ভগবান আপনিই আমার সে আশা সম্পন্ন করেছেন। বৎসে, নারী জাতির নিয়ম, বাল্যকালে পিতামাতার নিকটে থেকে প্রতিপালিত হয়, পরে পতিসদনে গিয়ে পতির অনুগতা হয়ে কালাতিবাহিত করে। আমি কয়েক দিনাবধি তোমাকে স্বামী গৃহে পাঠাবার জন্য শুভ দিন অনুষ্ঠান কচ্চি, আজিকার দিন অতি উত্তম, অতএব গৌতমী এবং দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে তোমাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইব, ইচ্ছা করেছি। তুমি ত্বরায় প্রস্তুত হও। কোথায় হে, শিষ্যগণ কোথা!

(শার্ঙ্গরব ও সারদ্বতের প্রবেশ।)

সার। গুরুদেব, কি অনুমতি হয়?

কণ্ব। দেখ বৎসে, শকুন্তলাকে আজি ওঁর পতিগৃহে পাঠাইবার মানস করেছি। অতএব গৌতমী আর তোমরা দুজনে ওঁর

সঙ্গে গিয়ে রাজা দুষ্মন্তকে আমার যথাবিধি আশীর্ব্বাদ জানিয়ে, তাঁহার হস্তে শকুন্তলাকে সমর্পণ করে্য আস্‌বে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা। শকুন্তলে, তবে প্রস্তুত হও।

শ। হাঁ ভ্রাত আমার আর বিলম্ব নাই, তবে একবার ভগ্নিদের সঙ্গে দেখা করে আসি! কৈ সখিগণ কোথা।

দেখ সখি, এত দিনের পর আজ হতে বুঝি তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হলো। পিতা আজ আমাকে পতিগৃহে পাঠাবেন, অতএব, সখি, একবার প্রফুল্ল মনে প্রিয়ে আলিঙ্গন দিয়ে আমাকে বিদায় দাও।

রাগিণী যোগি—যাতাল আড়া।

এত দিনের পরে সখি, বিদায় হই তোমা-
দের স্থানে।
যাব আজি মনবাসনা, প্রাণপতি দরশনে॥

হইয়ে সরল প্রাণ, দাও হে প্রেম আলিঙ্গন,
আজ হতে হই অদর্শন, দেখো ভুলনা ভুলনা
মনে।
ত্যেজে অন্তরে বিষাদ, করহে এই আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হয় মনেরি সাধ, যেন পড়ি তাঁর সুনয়নে॥

প্রিয়। সখি, একথা শুনে আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হচ্চে বটে, কিন্তু স্বার্থপর হয়ে নিষেধও কত্তে পারিনে, এখন এই প্রার্থনা, তুমি সেখানে গিয়ে পতির প্রিয়তমা হয়ে অতুল সুখ স্বচ্ছন্দে থাকো, তা হল্যে সেই আমাদের এক পরম সুখ। কিন্তু প্রিয়সখি, আজ হতে আমাদের তপোবন শূন্য ও কুটীর অন্ধকার হলো।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ মধ্যমান।

যাবে যদি, সতি, পতি ভবনে।
কেমনে থাকিব বল, এগহন কাননে॥
সুখময় তপারণ্য, শূন্য প্রায় ছিন্ন ভিন্ন,
আজ হতে হইল সখি তোমারই জন্য,

বিরহে দহিবে হে তুমি হলে বিভিন্ন,
পশুপক্ষী আদি সবে ব্যাকুল হইবে প্রাণে ॥

শকু। সখি, তোমাদের কাছে আমার কিছুই গোপন নাই, দেখ, আমার মন প্রাণ-বন্ধুকে দেখ্‌বার জন্যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তোমাদের ছেড়ে (যতও আমার) পা উট্‌ছে না।

প্রিয়। সখি, উপায় তো কিছু নাই, আমাদের রমণীকুলের নিয়মই এই, একটু বড় হল্যেই আর মা বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু তাই বল্যে সখি যেন এ তপোবনের সকল সম্বন্ধ তুমি বিসৃত হইও না।

শকু। ও কথা আমায় বল্যে কেবল আমার দুঃখ বৃদ্ধি করো দেওয়া মাত্র। বরং এখন এই আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বামি সুখে এ বিচ্ছেদ দুঃখ নিবারণ কাত্তে পারি।

প্রীয় সখি তুমি পতির আদরিণী হ পরম সুখে থাকিবে কিন্তু দেখ যেন এ -

দুঃখিনী বন বাসীনীদের সহচরী বলে মনে থাকে।

রাগিণী বেহাগ—তাল জৎ।

হবে তুমি রাজরাণী রাজভবনে।
শুন কই প্রাণসই, যেন দুঃখিনী বল্যে
আমাদের ভুলনা ভুলনা মনে।
হয়ে স্বামী সোহাগিনী, মনসুখে রবে
ধনি,
বসিবে যতনে সদা, রত্ন সিংহাসনে॥

সখি, রাজা যে অঙ্গুরীটি তোমাকে দিয়ে ছিলেন, সেটি যত্ন করে অঙ্গুলীতে রেখেছতো?

শকু। (সচকিতে) কেন সখি, এ কথা জিজ্ঞাসা কল্লে কেন?

অন। না সখি, আর কিছু নয়, বলি স্বামীদত্ত ধনে যত্ন করাই আবশ্যক।

কণ্ব। বেলা হয় আর বিলম্ব কেন?

শকু। পিতঃ, আমি প্রণাম করি।

কণ্ব। এস এস বাছা, তুমি পতিগৃহে

গিয়া স্বামীর প্রিয়তমা মহিষী হয়ে সুখ সম্ভোগে বাস কর, আর অচিরাৎ একটি সুসন্তান প্রসব কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

অন। সখি, এ আশীর্ব্বাদ নয় এ তোমার পক্ষে বর।

শকু। পিতা আর কি আমি কখন এ সুখের ধর্ম্মারণ্যে আস্‌তে পার্‌বো?

কণ্ব। (হাস্যমুখে) সে কি বাছা?

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়া।

সে জন্যে বাছারে আমায় ভেবনা ভেবনা আর।
আন্‌বো কিছু দিনান্তরে, পতির সঙ্গে পুনর্ব্বার
হবে এ শুভক্ষণে, বসায়ে রাজ সিংহাসনে,
আস্‌বে তবে তপোবনে, দিয়ে তায় রাজত্বের ভার॥

গৌতমী। বাছা, ঢের বেলা হলো, আর বিলম্ব করোনা।

শকু। হাঁ দিদি, তবে চল। হে তপো-বন! তুমি আমার অনেক সন্তাপ শান্তি করেছ, এখন আমি বিদায় হই, বুঝি এ জন্মের মত তোমাকে আর দেখ্‌তে পাবো না।

[সকলের প্রস্থান।

(রাজা, মন্ত্রী, ও সভাসদগণ আসীন,—
শকুন্তলা, গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও
সারদ্বতের প্রবেশ।)

শার্ঙ্গ। মহারাজ, জয় হোক্।

রাজা। আসুন২ মুনিগণ, তবে তপো-বনের, এবং মহর্ষি কণ্বর কুশল ত?

শার্ঙ্গ। হাঁ, মহারাজের বলবীর্য্য প্রভাবে আমাদের সমস্ত কুশল।

রাজা। তবে সংবাদ কি বলুন?

শার্ঙ্গ। এক্ষণে মহর্ষি আমাদিগকে আপ-নার নিকট পাঠাইয়াছেন।

রাজা। মহর্ষি আজ্ঞা করেছেন।

শার্ঙ্গ। মহারাজ, এক দিন মৃগয়া উপলক্ষে ধর্ম্মারণ্যে গিয়া তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করে এসেছিলেন, শকুন্তলা তদুপলক্ষে গর্ভবতী হয়েছেন, এক্ষণে তাঁকে লয়ে এসেছি, আপকার ধর্ম্মপত্নীকে গ্রহণ করুন।

রাজা। সে কি? এ যে অতি অসম্ভব কথা হলো, আমিত ওঁকে কখনই বিবাহ করি নি। কি আশ্চর্য! আমি যদি যথার্থই বিবাহ কর্‌বো, তা হলে কি কিছুমাত্র স্মরণও হতো না? আর তা জনপ্রাণী কেহই জাস্তে পাল্লে না?

গৌতমী। আপনি বনমধ্যে একাকী গিয়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করে এসেছেন, লোকে কি রূপে জাস্তে পার্‌বে?

রাজা। তা হলে তো আমিও জাস্তেম, এ কেমন কথা কন?

শার্ঙ্গ. হঁ। মহারাজ, আপনি নিতান্ত

অন্যায় কথা কচ্ছেন, কারণ এ অতি শরল হৃদয়া মৃদু স্বভাব সম্পন্না রমনী, ইহার দ্বারা এরূপ মিথ্যা প্রগল্ভ প্রকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিবেচনা হয়, আপনিই বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন, কিম্বা গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করেছেন বলে, লোকাপবাদ ভয়ে অস্বীকার কচ্ছেন। নরনাথ! অনেকানেক মহা মহোপাধ্যায় রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীগণ এরূপ বিবাহ করিয়া থাকেন; রাজাদিগের পূর্ব্বাপর এরূপ প্রথা আছে, তাহাতে তাঁহারা নিন্দাভাজন কি ধর্ম্ম বিরোধি হন না, অতএব আপনি সে জন্য ভীত হয়ে ধর্ম্ম-পত্নি পরিত্যাগ করবেন না। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ বিচার পতি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

তুমি বিচারপতি হয়ে কেন কর অবিচার।
তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ধর্ম্ম-পত্নী পরিহার।
করোনা হেন দুর্ম্মতি, সর্ব্বত্রে হবে অখ্যাতি
মনস্তাপ পাবে অতি, তাই বলিহে বারম্বার॥

রাজা। তবে আপনারা কি আমাকেই অধার্ম্মিক স্থির করেছেন?

শার্ঙ্গ। তার আর সন্দেহ কি? মহারাজ, সকল কার্য্যের অগ্রে ভাল মন্দ বিবেচনা করা উচিত। এক্ষণে অনুরূপ নয় বলো পরিত্যাগ করবেন না। ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ কল্লে অ-ধর্ম্মে নরকে যেতে হয়; সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, তা কি আপনি জানেন না?

গৌতমী। বাছা শকুন্তলা, আর কেন? এখন লজ্জার সময় নয়। এস দেখি, তোমার মুখের ঘোমটা খুলে দি, যদি দেখেও মহারাজের মনে পড়ে। (রাজার প্রতি) দেখুন দেখি মহারাজ, এখন চিন্তে পারেন?

রাজা। (স্বগত) আহা! এমন সুন্দর স্ত্রী ত আমি কখন দেখি নাই। যাহা হউক, আমি এঁকে কখনই বিবাহ করি নাই। (প্রকাশে) হাঁ, বিশেষ বিবাহ করা দূরে থাকুক, এঁকে কখন যে চক্ষে দেখেছি এমন

বোধ হয় না। আমি কি আর আপনাদের কাছে প্রতারণা কর্ছি?

শার্ঙ্গ। না, আপনি প্রতারণা কর্বেন কেন? এই সরল হৃদয়া অবলাই আপনাকে প্রতারণা কর্ছে। যে জন্মাবধি তপোবনে বাস কর্যে কখন জনসমাগম দেখে নাই, সেই হলো প্রবঞ্চক, আর যারা মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরপীড়ন বিদ্যা অভ্যাসের ন্যায় শিক্ষা করে, তাহারাই হলো সত্যবাদী। কি আশ্চর্য্য!

রাজা। ভাল, ওঁকে প্রবঞ্চনা করে আমার কি লাভ?

শার্ঙ্গ। সর্ব্বনাশ লাভ, আর কি?

রাজা। (সাহঙ্কারে) আমাদের পুরুবংশীয়েরা কখন সর্ব্বনাশ লাভ করে নাই।

শার্ঙ্গ। ভাই সারদ্বত, মিছে বিরোধের আবশ্যকতা নাই। (শকুন্তলার প্রতি) দেখ শকুন্তলে, আমরাও যথাসাধ্য রাজাকে বল্লাম, এখন তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বল, তাহলেও যদি স্মরণ হয়।

শকু। —ভাই শার্ঙ্গরব, আর কি বল্‌ব, কথা শুনে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হচ্চে ভাইরে আমার কর্ম্মোচিত প্রতিফল পেলেম তাতোমরা কি কর্‌বে, যখন পূর্ব্বে হিতাহিত বিবেচনা করলামনা, গুরুজনের অপেক্ষা রাখলামনা, অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ করিলামনা কেবল ঐ ধূর্ত্তের মধুমাখা কপট বাক্যে ভুলে জীবন সর্ব্বস্ব সমার্পণ করেছি, তখন আমার অদৃষ্টে এরূপ ঘট্‌বে তার বিচিত্র কি?

রাগিণী খাম্বাজ — তাল মধ্যমান।

যা ছিল কপালের লিখন হলো এত পরে।
কার দোষ দিব বল বিধাতা বিমুখ মোরে
না জানি মোর কত পাপ ছিল জন্মান্তরে
তাইতে এত পরিতাপ পেলাম হে অন্তরে।
পতিভার অপ্রীত সতির কি সুখ সংসারে।
তাই বলি কি হবে আর অরণ্যে রোদন করে॥

তা আপনার নির্দোষিতার নিমিত্তে তো একটা কথা বলতে হবে? (রাজার প্রতি)

মহারাজ, তুমি যে ধর্ম্মসাক্ষী ও সত্য প্রতিজ্ঞা করে্য আমাকে ধর্ম্মারণ্যে গান্ধর্ব্ববিধানে বি-বাহ কর্‌লে, সে সব একেবারে ভুল্লে? ধিক্! তোমার ধর্ম্মই বা কোথা? তোমার সত্যতাই বা কোথা? যা হউক, যখন না জেনে, শুনে মধুমুখ পাষাণের হাতে আত্ম সমর্পণ করেছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এ দশা ঘট্‌বে তা আশ্চর্য্য নয়। ভাল মহারাজ, আপনি আ-মায় যখন পরস্ত্রী বল্যে পরিত্যাগ কচ্চেন, আমি এখন যদি আপনাকে কোন স্মরণ চিহ্ন দেখাতে পারি?

রাজা। উত্তম কথা। কই, কি স্মরণ চিহ্ন দেখাবে দেখাও দেখি, আমার হলো অ-বশ্যই জান্‌তে পারবো।

শকু। (করপল্লব দেখিয়া) ঐ মা! কৈ? সখি, যে রাজদত্ত আংটীটা অঙ্গুলীতে ধারণ করেছিলাম, সেটা কোথা গেল?

গৌতমী। কে কি বাছা! তবে বুঝি

স্নান কর্‌বার সময়ে শচীতীর্থের ঘাটের জলে পড়ে গিয়ে থাকবে, মেলে কি হলো। হা-হতাস্মি! সকলই অদৃষ্টের ফের।

রাজা। দেখ, রমণীজাতি অনেক ছল অনেক চাতুরী জানে, তা আমি সকলি অবগত আছি, কিন্তু আমি তেমনি নরাধম নই, যে তোমার চাটু বচনে ভুল্‌বে।

শকু। মহারাজ, ভগবান তোমাকে এমন বল্‌তে দিয়েছেন বল, কিন্তু ধর্ম্ম সবেন না।

গৌত। মহারাজ, একি আশ্চর্য্য কথা! এ অতি শুদ্ধ স্বভাব ঋষিবালা, জন্মাবধি নির্জ্জন ধর্ম্মারণ্যে বাস করে। কখন জনপদ দেখে নাই, কি রূপে এরূপ চতুরতা শিক্ষা করিবে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

এ যে বনবাসী ঋষি কন্যে।
ছল চাতুরী মনে, কখন না জানে,
সরল স্বভাব নারীর অগ্রগণ্যে॥

পতিব্রতা সতী, তাহে গর্ব্ভবতী,
শঙ্কি হয়ে ত্যাজ্য কর হে ভূপতি,
একি দেখি তব ধর্ম্মাধর্ম্মে মতি,
কুবচন আমার বল কি জন্যে ?

রাজা। দেখ তাপস কন্যে! রাজা দুষ্মন্ত কথন গোপনে কোন কাজ করেন না, আর তার কথন প্রয়োজনও হয় নাই। যথন যা করেছি, সর্ব্বত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

শকু। ওহে বঞ্চক! প্রতারক! তুমি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, তোমার অন্তর কে জান্‌তে পার্‌বে? আগে না বুঝ্‌তে পেরে মিষ্টি কথায় ভুলে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, এখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ ঘট্‌বে তার বিচিত্র কি? হা বিধাতঃ! এই দুঃখিনী অনাথিনীর ভাগ্যেই কি এত যন্ত্রণা লিখেছ? লোকের সকল গিয়ে এক দিক বজায় থাকে, কপালক্রমে এ অভাগিনীর একেবারে ছিন কুলই নির্ম্মূল কর্‌লে! হা ভগবান্! ভূমণ্ডলে

যে আমার কেউ নাই, জন্মাবধি প্রকৃত মাতা পিতা কে তাও জান্‌লেম না। হা দীননাথ! তুমিও কি তার প্রতি বিমুখ হলে? যদিও অকূলের মাঝে একটু আশ্রয় পেলে, যাতে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল, এবার একে-বারে সে আশালতা সমূলে উৎপাটন কর্‌লে? হায় আমার কপালে এই ছিল!

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এই ছিল কপালে আমার স্বপনে না জানি।
রাজমহিষী হব কোথা হলেম পথের কাঙ্গা-
লিনী॥
বাল্যকাল কাল কাটালেম দুঃখে, মুনির ত-
পোবনে।
মৃগছাল পরিধানে, ফল মূল ভক্ষণে।
সে যে আমার সুখ ছিল, এখন যায় যে প্রাণী।
মরণে ভয় নাহি পাছে লোকে বলে কলঙ্কিনী॥

শার্ঙ্গ। ভাই সারস্বত, দেখ আমাদের উপর গুরুদেবের যে অনুমতি ছিল, তাতো

প্রতিপালন করা হলো, এখন তবে আমরা তপোবনে যাই চল।

সার। হাঁ ভাই, আর এ পাপিষ্ঠ রাজার সভায় কি থাকতে আছে? (রাজার প্রতি) মহারাজ! এ আপনার স্ত্রী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, না হয় পরিত্যাগ করুন। ভার্য্যার প্রতি পতির সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা আছে, অতএব আমরা সকলে চল্লেম। শকুন্তলে, তুমি এখানে থাক। (গমনোদ্যত)।

শকু। হাঁ পিসি, ইনিত আমার এই কর্‌লেন, আবার তোমরাও আমাকে ফেলে চল্লে। এখন এ অভাগিনীর গতি কি হবে, আমি আর কার কাছে যাব?

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

কোথা আমায় রেখে যাও বল,
আর কে আছে আমার।
হলেন বিধাতা বিমুখ, পতি দিলেন দুখ,

তোমার কেন নির্দয় হলে গো আবার ॥
থাকে যদি কার কুসন্তান ঘরে,
পিতা মাতায় কি তায় ত্যেজিতে পারে,
তুমি হওগো পিতৃস্বরূপা, দুঃখিনীর দুর্দ্দশা,
যাবে যদি ফিরে, দেখ গো একবার ॥

গৌত। বৎস সারদ্বত, ঐ দেখ তোমাদের হতভাগিনী ভগ্নী আবার কাঁদ্‌তে কাঁদতে আমাদের পশ্চাৎ২ আস্‌ছে। (শকুন্তলার প্রতি দেখ বাছা, না বুঝে কর্ম্ম কর্‌লেই পরে এইরূপ মনস্তাপ পেতে হয়। কাঁদ্‌লে আর কি হবে বল? আমরা আর কি কর্‌বো? বাছা, তোমার কপালে যে এত দুঃখ ছিল তা স্বপ্নেও জানি নাই।

শার্ঙ্গ। দেখ শকুন্তলা, তুমি আর আমাদের সঙ্গে বৃথা আস্‌ছ কেন? রাজা যা বলেছেন যদি উহা সত্যই হয়, তা হলে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা হলে। আমাদের ধর্ম্মাশ্রমে তোমার কখনই স্থান হতে পারে না,

আর যদি তুমি মনে মনে আপনাকে রাজার ধর্ম্মপত্নী বলে জান তা হল্যে এই খানে থেকে যদি স্বামি সদনে দাসাবৃত্তিও কোত্তে হয়, সেও তোমার পক্ষে ভাল, এখন আমরা চল্‌লাম, তুমি এই স্থানেই থাক।

[গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও সারদ্বতের প্রস্থান।

শকু। হা বিধাতঃ! হা ভগবন্! এত দিনে কি তোমার মানস পূর্ণ কর্‌লে? দীনদয়াময় অনাথ-বন্ধু নামের কি এই ফল? যার ত্রিসংসারের মধ্যে কেউ নাই, তার প্রতি প্রতিকূলতা করা তোমার কি উচিত? হা দয়াময়! এই নিরাশ্রয় অবলার প্রতি তুমি বৈ আর কে দয়া কর্‌বে? এ বিপদ সময়ে দুঃখিনীর প্রতি যে কেউ কৃপাদৃষ্টি করে, কি স্নেহ বচনে পরিতৃপ্ত করে, এমন আর পৃথিবীমণ্ডলে কে আছে? হা দীননাথ! এ হতভাগিনীর প্রতি এক বার বিপদকালে করুণা কটাক্ষ কর।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

যায় বিপদে প্রাণ, ওহে ভগবন্,
কৃপাবান হও এক বার দুঃখিনী বলে।
নাই আর মাতা পিতা বন্ধু, ও দীনবন্ধু,
দীনহীন কে আর চায় হে নয়ন মেলে।
আশা সুখ ছিল অন্তরেতে যত,
ফুরায়েছে আমার এ জনমের মত,
তাই ডাকি তোমারে, কোথাহে বিধাত,
এ বিপদে স্থান দাও পদকমলে॥

রাজা। মন্ত্রি, এখন এর কর্ত্তব্য কি? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যখন ওঁরা সকলে এ কন্যাকে পরিত্যাগ করে গেলেন, অথচ আপুনিও সহসা গ্রহণ কত্তে পাচ্চেন না. এস্থানে আমার বিবেচনায় হয় যে, যতদিন না উনি সন্তান প্রসব করেন ততদিন এঁকে কোন স্থানে রাখা হয়। সন্তানের লক্ষণ দেখে পরে বিবেচনা হবে।

রাজা। হাঁ, এ সুযুক্তি বটে। আচ্ছা, পুরোহিত মহাশয় কি বলেন শুনা যাউক। পুরোহিত মহাশয়, আজ্ঞা করুন। এই উপস্থিত বিষয়ত মহাশয় সকলি দেখ্লেন, এখন কি করা যায়?

পুরঃ। মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয় যা বল্লেন এখনকার ঐ সৎপরামর্শ।

রাজা। ভাল, তা হলেই বা কি ফল-দায়ক হবে?।

পুরঃ। মহারাজ! সিদ্ধ পুরুষদের মুখে এমন শুনেছি যে, আপনার প্রথম পুত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হবেন, যদি মুনিদৌহিত্র তদ্রূপ হন, গ্রহণ কর্‌বেন; নচেৎ ত্যাগ কর্‌বেন; বরং আপাততঃ আমার গৃহে পাঠিয়ে দিন, আমি যথোচিত যত্ন সহকারে ওঁকে আমার অন্তপুর বাসিনী পরিজন মধ্যে রক্ষা করিগে।

রাজা। হাঁ মহাশয়, এই সৎপরামর্শই বটে।

তবে আপনিই লয়ে গিয়ে রাখুন।

পুরঃ। যে আজ্ঞা মহারাজ। (শকুন্তলার প্রতি) ওগো বাছা, তবে আমার সঙ্গে চল।

শকু। (স্বগত) হা নিষ্ঠুর বিধি! এত দিনে কি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলো? হা ভগবন্! তোমায় দয়াময় কে বলে? কোন্ গুণে লোকে তোমায় অনাথ-বন্ধু বলে ডাকে? ওরে কঠিন প্রাণ! এখনও এই পাপীয়সীর শরীরে আছিস্? বসুমাতঃ, তুমি বিদীর্ণ হও আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।

পুরঃ। আর কি ভাব বাছা? এস, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

পারিপার্শ্বিক।—(গীত।)

রাগিণী যোগিয়া—তাল জৎ।

হায় কি অদ্ভুত বিধির ঘটন।
মনোদুঃখে শকুন্তলা করেন গমন॥
অধীরা শতেক ধারে ভাসে দুনয়ন।
আকুল অবশ অঙ্গে, যান পুরোহিত সঙ্গে,
বুঝান কহিয়ে কত আশ্বাস বচন॥
বুঝালে কি বোঝে আরো বাড়য়ে ক্রন্দন।
মা বলে কভু ভূতলে পড়ে অচেতন॥
পাইয়ে মরমে ব্যথা, মেনকা আসিয়া তথা,
কন্যা লয়ে অন্তরীক্ষে হন অদর্শন॥

পুর:। (পুন: প্রবেশ করিয়া) হায় কি সর্বনাশ! এমন অদ্ভুত ব্যাপারত কখন শুনি নি! কি চমৎকার!

রাজা। কি ও পুরোহিত মহাশয়? আবার ফিরে এলেন যে?

পুর:। আর মহারাজ, আপনাকে কি বল্‌বো? এমন অদ্ভুত ব্যাপারত কখন

দেখিনি! আমি আগে২ যাচ্ছিলাম, পিছে সেই কামিনী কাঁদতে২ যাচ্ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ একটা জ্যোতির্ম্ময় স্ত্রীলোক কোথা হতে এসে সেই মুনিকন্যাকে লয়ে অন্তর্দ্ধান হলো। কি দৈবযোগ! এমনত কখন দেখিনি!

রাজা। সে কি! এতো অতি অদ্ভুত ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য! শূন্যমার্গে লয়ে গেল! যাহোক, আমার এখন বোধ হচ্চে, যে সে কোন সামান্য কন্যা না হবে। এ যে সকলি দেবমায়া বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য! যা হোক, মন্ত্রি, আজকার সভা ভঙ্গ করা যাউক, আমার মন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলো।

আমি এখন নির্জ্জন গৃহে চল্লেম।

(সকলের প্রস্থান।

(জেলেনীর ও প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

জেলে। অহ, দেখ দেখি, এত বেলা হলো লোকের আজও যাওয়া হল্য গেল,

আমাদের এখনও হাঁড়ি চড়্লো না। পো-ড়ারমুখো যে কোন চুলোয় গেল, এখনও দেখা নেই। আমি বউ মানুষ, কোথা বা খুঁজে২ বেড়াই? হতোভাগার হাতে পড়ে প্রাণটা গেল। যাই দেখি, একবার প্রতিবা-সিদের জিজ্ঞাসা করে দেখি। ওঠাকুরপো, ঠাকুরপো ঘরে আছ?

প্রতি। কি বড় বউ! কি মনে করে বল দেখি?

জেলী।—

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

তোমরা কেউ দেখেছ আজ কর্ত্তাটি মোর
কোথা গেল।
খুঁজে এলেম পাড়ায় পাড়ায়,
তার লেগে প্রাণ আকুল হলো।
দড়া জাল লয়ে হাতে, গেছে না রাত
পোয়াতে,

কত আর পথে পথে, দুপুর রোদে ঘুর্‌বো
বলো। ॥

প্রতি। বড় বউ, আজ সকাল বেলা যেন দাদাকে জাল নিয়ে শচীতীর্থের ঘাটের দিকে যেতে দেখেছিলাম, একবার না হয় সেই দিকেই গিয়ে দেখ।

জেলী।—

রাগিণী বাহার—তাল আড়্‌খেমটা।

কুলবতীর কুল রাখা যে ভার,
পোড়া লোকের জ্বালায়।
বল্‌বো কি ঠাকুরপো আমার,
বার হওয়া হয়েছে দায়॥
যদি যাই হাট বাজারে,
অমনি লোকের টনক নড়ে,
চোকে চোকে মার্‌লে মোরে,
আমি তাই আছি বজায়।

(জেলের প্রবেশ।

জেলে। বলি পথের মাঝে একলাটি দাঁড়িয়ে কি কচ্ছো?

জেলী। এই যে পোড়ারমুখো এসেছে! তোমারই জন্যে এই ভোগ; আর কি। নৈলে অমন দুপুর রোদে ঘরের বার হওয়া আমার দায় কি বল? জাল নিয়ে যে বেরিয়েছ, বেলা গেল তবু দেখা নাই, কেমন করে স্থির হয়ে থাকি?

জেলে। হাঃ, হাঃ, হাঃ, আমি কি খেলা কচ্ছিলাম, তাই এত রাগ কচ্ছো; এই দেখ, সচীতীর্থের ঘাট থেকে একটা কত বড় মাচ ধরে এনেছি।

রাগিণী বাহার—তাল খেম্‌টা।

বড় মাচ ধরেছি আজ জাল ফেলে সচীতীর্থের
ঘাটে।

ঘরে রেখে খাবার মাচ, কেটে কুটে বেচ্‌গে
হাটে।

দিবি তায় নগদ পেলে ভোগায় কারো
জাননে ভুলে

আর দিয়ে যমুখি জোলে, লোকের বাড়ি
হেঁটে হেঁটে।

জেলী। তবে মাচটা দেও দেখি, কুটে ফেলি।

জেলে। এই নেও, বড় মাচ, দেখো খুব সাবধানে কেটো

জেলী। (মৎস্য কাটিতেং তাহার মধ্যে অঙ্গুরী দেখিয়া) এ আবার কি? দেখ দেখি, মাচটার পেটের ভিতার এটা কি ছিল? একটা যে আংটীর মত দেখ্‌চি।

জেলে। তাইত, ওটা আংটী ত বটে, বা! বা! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আবার দেখেছ আংটীটার গায় যেন কি একটা চক্ চক্ কচ্চে!

জেলী। তাইত! ওটা আবার কি! অমন সুন্দর আংটী ত কখন দেখিনি। দেখি, দেখি, দেওনা একবার হাতে দি।

জেলে। পেয়েছি যে কালে, তুমি বৈ আর

কে হাতে দেবে? কিন্তু ওটা বড় সামান্যি আংটী নয়। আবার এই ক্লেশ দেখে বুঝি এত দিনের পর মাখাল-ঠাকুর সদয় হলেন।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

বুঝি এদ্দিনের পরে, মাচ ধরা ঘুচ্লো, যোদের রাত্রে রাত্রি কপাল ফোরে।

দেখে দুঃখ নিরবধি, অনুকূল হয়েছেন বিধি, নৈলে কেন রত্ননিধি, অঙ্গুরী মাচের উদরে?

জেলী। তবে তুমি একটা কর্ম্ম কর, একবার বাজারে গে, এটা যাচাই করে এসো। যদি ঢের টাকার জিনিস্ হয়, তবে কাজ কি ঘরে রেখে? বরং বেচে টাকা নিয়ে এসো, নৈলে ফিরিয়ে এনো, আমি হাতে দেবো।

জেলে। ভাল বলেছ। তবে তাই আস্চি চল্লেম। তুমিও মাচ টা বেচে এসোগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জমাদার, ও চৌকিদার ধীবরকে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রবেশ।)

জমা। এ জেলিয়া!—তোমকে এ অঙ্গটী কেস্ তর সে মিলা? তোম্ তো চোর হ্যায়, চুরি করকে লে আয়া! নেহি মহারাজকো নাম লিখা হুয়া, অঙ্গটী তোম্ কেয়সে বাজারমে বেচনে আয়া? এ চৌকিদার,

চৌকি। হাঁ জমাদার সাহেব, ক্যা হুকুম?

জমা। দেখো, ইয়ে জেলিয়া চোর হায়, মহারাজকো অঙ্গুটী চোরি কিয়া, এসকো আচ্ছা তরে বাঁধো।

জেলে। জমাদার সাহেব, বাবা আমি কিছুই জানিনে। আমি কখন চুরি ডাকাতি জানিনে। বিনি দোষে আমাকে কেন বাঁধো? আগে বিচার কর, তার পর না হয় করো।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল খেমটা।

একি দায় হলো আমার।
বিনা দোষে চোর বলে কেন বাঁধো জমাদার।

জানিনে চুরি ডাকাতি, কভু নাই হেন
অখ্যাতি,

মাচ ধরে বেচি নিতি, বাজারে বাজার ॥

জমা। তোম্ আল্‌বৎ চুরি কিয়া, নেই-তো আঙ্গুটী তোম্‌কো কেন্‌তরসে মিলা, কহত ?

জেলে। জমাদার সাহেব, আজ একটা মাচ ধরে ছিলাম, সেই মাচের পেটে এই আংটী ছিল, তাই পেয়েছি। দোহাই জমা-দার বাবা ! সত্যি মিথ্যে এই আংটীর গন্ধ শুঁকে দেখ।

জমা। হাঁ এস্‌মে মচ্‌লিকা বু নেকল্‌তা হে। দেখো চৌকিদার, তোম্ এস্‌কো হে পাজাত্ কর্‌কে ছুঁয়া রাখো, হাম্ রাজাকো দরবার যাকে দেখলায়ে, য্যাসা হুকুম মিলেগা য্যায়্‌সা করেগে।

চৌকি। যো হুকুম, জমাদার সাহেব।

(জমাদারের প্রস্থান।

আগে জমাদার ফিরে আসুক, ব্যাটার আজ দফাই সার্‌বো।

জেলে। দোহাই চৌকিদার মশায়, আমি কিছু করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও।

চৌকি। ছেড়ে দেবো বৈকি ব্যাটা? কখন একটা মাছ খেতে দিস্?

জেলে। আচ্ছা তোমাকে কাল একটা মস্ত মাছ খেতে দেবো। আমাকে ছেড়ে দাও।

(জমাদারের পুনঃ প্রবেশ

জমা। দেখো চৌকিদার, মহারাজ ওস্‌কো ছোড়্‌ দেনে হুকুম্‌ দিয়া; আওর এ হার্‌ভি ওস্‌কো বক্‌সিস্‌ দিয়া। হাম্‌ বড়া তাজ্জব হুয়া। কেয়া, চোরকো বক্‌সিস্! এয়্সা হাম্‌ কভি নেই দেখা! হাম্‌ বুঝ্‌তা, এ রাজ্‌মে আওর বহুত চুরি হোগা।

চৌকি। এ কেমন হলো; জমাদার সা-

হেব ? (স্বগত) একটা মাছের যোগাড় কচ্ছিলুম তাও হলোনা, দূর হোক্।

জম। চল্‌রে চল্, হামারা সাত চল, তুম্‌কো কুচ্ বক্‌সিস্ দেলায়ে দেগা, হাম্‌কো ক্যা দেগা বোল্।

(সকলের প্রস্থান।)

(রাজা আসীন। মন্ত্রী দণ্ডায়মান।)

মন্ত্রী। মহারাজ, এ আবার কি ? অকস্মাৎ এমন শোকাকুল হলেন কেন ? ধরাসনে বসে নয়নের জলধারায় ধরাতল ভাসাতে লাগ্‌লো, আপনার মনে এ কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হলো, কিছুইতো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

রাজা। মন্ত্রি তোমায় আর কি বল্‌বো ? আজ এই অঙ্গুরী পেয়ে প্রাণেশ্বরী শকুন্তলার বৃত্তান্ত সকল আমার স্মরণ হলো, প্রেয়সীকে বিনা অপরাধে কত দুর্ব্বাক্য, কত ভৎর্সনা করে পরিত্যাগ করেছি, এক্ষণে মনে হয়ে আমি অস্থির হয়েছি। অমাত্যবর, সেই পূর্ণ-

চন্দ্র সদৃশ প্রিয়সির মুখপদ্ম অদর্শনে আমার প্রাণ যায়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

প্রাণ যায় বাঁচি কেমনে, দেওহে মন্ত্রি সুমন্ত্রণা।
না বুঝে করেছি ত্যাজ্য, সে যে প্রাণাধিক ধন।
বলেছি কত দুর্ব্বাক্য, অভিমানে সজলাক্ষ,
কহিতে বিদরে বক্ষ, বিরহে দহে জীবন।
সুখবৃক্ষ রোপণ করে, স্বহস্তে কাটিলাম তারে,
কি সুখ আর এসংসারে থাকায় কি প্রয়োজন॥

মন্ত্রী। তবে আপনি যথার্থই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলাকে পূর্ব্বে বিবাহ করেছিলেন?

রাজা। হাঁ, যথার্থই তপোবনে গিয়ে গান্ধর্ব্ব বিধানে সেই প্রাণাধিকার পাণিগ্রহণ করেছিলাম। হায়! আমার মত পাপাত্মা নরাধম অধর্ম্মাচারী আর ভূমণ্ডলে কে আছে?

যে দিন প্রাণেশ্বরীকে পাষাণহৃদয়ে পরিহার করি, বিধুমুখীর নয়ননীরে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল, দেখেও নিষ্ঠুর শরীরে দয়ামায়ার লেশ মাত্র ও হলোনা। বরং আরও কত কটুবাক্য প্রয়োগ করেছি, হা প্রাণ বন্ধুরে! আমার তখন মতিচ্ছন্না ঘটে ছিল, নৈলে বিনাপরাধে কেন তোমাকে পরিত্যাগ করবো, কেনই বা নিষ্ঠুর পাশান হৃদয়ে যথোচিত অপমান ও দুঃশহ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করবো, আহা প্রিয়ে, তোমার সেই চন্দ্রানন হতে নয়ন জলে যখন বক্ষঃস্থল ভাস্‌তে লা-গ্‌লো। দেখেও এ পাষন দেহে দয়ার লেশ মাত্রও হলো না, হায়, আমার এই পাপের পরিত্রাণের, আর উপায়ন্তর নাই; হায় প্রাণেশ্বরি। যদিও আমি উন্মত্ত ও অজ্ঞান চিত্তে এই অন্যায় কার্য্য করেছি সত্য কিন্তু তুমিত আমাকে আপন পতি বলিয়া জানিতে, তোমার সেই অলৌক সম্পন্ন সৎ স্বভাব

অশদৃশ গুণ রাশীর ত পরিবর্ত্তন হয়নি। তবে কেন তুমিও নির্দ্দয়চিত্ত নিজ পতি পরি ত্যাগ করে প্রস্থান কর্‌লে।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

প্রাণে মরি, হে প্রাণেশ্বরী, বুঝি আজ তব
বিহনে।
এ সময় রহিলে কোথায় একবার দেখা
দেও নয়নে।
হয়ে ছিল কি দুর্ম্মতি, পতি হয়ে নিজ সতি,
পত্নিরে ত্যজিলাম অতি, কঠিন প্রাণে।
সে দোষ মার্জ্জয়ে এবে, রাখ প্রাণ নিজ
গৌরবে, পতিব্রতা বল্‌বে সবে, ধন্য হবে
ত্রিভুবনে॥

মন্ত্রী। মহারাজ ক্ষান্ত হোন যাহা হয়ে গেছে তায় আর এখন চারা কি। এইক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করুন। আপনার সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত প্রবল প্রতাপশালী সর্ব্বগুণালঙ্কৃত

নরপতি ত্রিভুবনে কে আছে? দেবাদি গন্ধর্ব্বকুমারী আপনার সহধর্ম্মিণী হতে প্রার্থনা করেন, কি একটা সামান্য রমণীর জন্যে আপনি এত কাতর হচ্চেন।

রাজা। মন্ত্রি, তুমি কেন আমাকে বৃথা প্রবোধ বাক্যে বোঝাবার চেষ্টা কচ্চো? আমার মন প্রাণ হিতাহিত জ্ঞান প্রভৃতি সেই প্রাণেশ্বরির পশ্চাৎবর্ত্তি হয়েছে, এখন এই শূন্য দেহে বৃথা প্রবোধ দিলে কি হবে? আমি মলেও আর সেই প্রিয়তমার মুখচন্দ্র ভুলিতে পারিব না। প্রত্যাখ্যানকালে যে প্রিয়া যেতে যেতে আমার প্রতি বারম্বার সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, এখন সেই সকল ব্যাপার আমার স্মরণ হয়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে।

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।

প্রেয়সী বিহনে দহন মন।
হতেছে রজনী দিবে, কি হবে, মন্ত্রি এখন।

সহেনা বিলম্ব আর, করহ সন্ধান তার,
বারেক যদ্যপি পার, দেখাতে সেই চন্দ্রানন।
সে আমার অন্তরের নিধি, সে বিনে দুঃখ
নিরবধি,
তারে এনে দাও হে যদি, মৃত দেহেতে জীবন॥

মন্ত্রী। ভাল মহারাজ, তপোবনে গিয়ে যদি মুনি কন্যাকে যথার্থই বিবাহ করেছিলেন, তবে উপস্থিত হলেও ত্যাগ কল্লেন কেন? আবার এখনই বা তারজন্যে কাঁদেন কেন?

রাজা। মন্ত্রি, রাজধানিতে আসার পর, কি দৈববশতঃ বল্‌তে পারিনে, আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না।

মন্ত্রি। মহারাজ, এখন এত কাতর হলে তো কোন উপায় হবেনা, এক্ষনে ধৈর্য্য ধরুন। দৈবের কথা কিছু বলাযায়না। আপনার প্রিয়তমার সহিত পুনর্ম্মিলনেরও আশ্চর্য্য নাই বরং এখন তারি চেষ্টা পাওয়া যাক্, এত অধৈর্য্য হলে কি হবে?

রাজা। মন্ত্রি, আবার যে সেই চন্দ্রাননীর মুখচন্দ্র দেখ্‌বো, সে আশালতা আমার একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে। তাই যদি হবে, কেন উপস্থিত পেয়েও অকারণে পরিত্যাগ কর্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, ভবিতব্যে কি না হয়, আপনি নিরাশ হবেন না। তার চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? অতএব স্থির হউন। যাতে শীঘ্রই আপনার শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন হয়; প্রাণপণে তারই চেষ্টা কচ্চি।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

মহারাজ আশয়ে ধৈর্য্য ধর মনে।
ওহে নহে অসম্ভব পুনঃ তার সঙ্গে
সংমিলনে॥
দৈবাধীন কথা কেউ, কহিতে না পারে,
অভাব ভাবনা কত, সম্ভবে সংসারে,
আশয়ে মন কর বাধ্য, কি আছে চেষ্টার
অসাধ্য,
দেখি তার বুদ্ধ, সর্ব্বত্র সন্ধানে।

পারিপার্শ্বিক।—(ধুয়া।)

প্রেয়সী বিরহে অতি,

সকাতর নরপতি,

দিবারাতি চিন্তা নিমগন।

কিছুতে না মন যায়, শকুন্তলা প্রতি ধায়,

একি দায় ভাবে সভাজন॥

রাজকার্য্য আলোচনে, নাহি বসেন সিংহাসনে,

বুঝালে না বুঝেন হিতাহিত।

হেনকালে স্বর্গ হতে, সুরেন্দ্র সারথি রথে,

সভা মধ্যে আসি উপনীত॥

(মাতুলির প্রবেশ।)

মাতু। মহারাজ, জয় হোক্।

রাজা। এস, এস দেবরাজ সারথে। এখন কি মনে করে? দেবলোক, এবং সখা ইন্দ্র তো কুশলে আছেন?

মাতু। আজ্ঞা বড় কুশলে নাই। কাল-নেমী সন্তান দুর্জ্জয় নামে কতকগুলি দুরন্ত দানব আজ কাল দেবলোকে বড় উপদ্রব

কচ্ছে, তাহাদের জন্যে সুরগণ এবং দেবরাজ সদাই শশঙ্কিত থাকেন। অতএব আপনাকে অগ্রে যাবার নিমিত্ত রথসমভিব্যাহারে আ-মাকে পাঠায়েছেন, আপনি গিয়ে, সেই দুরা-চার দানবদল ধ্বংস করো আমাদের সুরপুরী রক্ষা করুন, নচেৎ আর উপায়ান্তর নাই।

রাজা। হাঁ, হাঁ, আমি একবার নারদের মুখে এ কথা শুনেছিলাম বটে। তবে কি দানবদিগের আজও দমন্ করা হয় নাই?

মাতু। মহারাজ, সে দেবতাদের অবধ্য, আপনার হাতে ভিন্ন মরবেনা! এখন আপনি অনুগ্রহ করো সেখানে গেলেই, দেব লোক নির্বিঘ্ন হয়।

রাজা। এমন কথা বলো না। আমি তাঁহাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, আমাকে যে স্মরণ রাখেন-এই আমার পরম সৌভাগ্য। এখনি আমি দেবলোকে যাত্রা করবো। মন্ত্রিবর!

মন্ত্রি। মহারাজ, কি অনুমতি হয়।

রাজা। দেখ, আমি দেবকার্য্যার্থে এখনি দেবলোকে যাব, অতএব আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তুমি সিংহাসনে বসে যথাবিধি রাজকার্য্য কর, এই ভার তোমাকে দিলাম।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

তবে অবিলম্বে যাব দুর্জ্জন দলনে।
রাজকার্য্য কর বসো রাজসিংহাসনে।
রাজনীতি ধর্ম্ম হেন, দুষ্ট জয় শিষ্টপালন,
তবে তো কার্য্য সাধন, স্বরাজ্য শাসনে॥

[সকলের প্রস্থান।

(রাজা ও মাতুলি দানবদিগের নিকট উপস্থিত।)

মাতু। মহারাজ, ঐ সম্মুখে দৃষ্টি করে দেখুন, সেই দানবগণ কোলাহল করে বেড়াচ্চে।

রাজা। মাতুলি, ওরাই কি সেই দুর্ব্বৃত্ত দানব?

মাতু। হাঁ মহারাজ, ওরা নামেও দুর্জ্জয়,

কাজেও দুর্জ্জয়, দেখেই আমার পরমাত্মা শুখাচ্চে, ভয়ে শরীর কাঁপ্‌ছে ; যা হউক মহাশয়ই ওদের কাছে যান, আমি এই খা-নেই থাকি।

রাজা। মাতুলি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে তার ভাবনা কি ? গমন মাত্রেই ওদের প্রাণ নষ্ট কর্‌ব তার আর সংশয় নাই। এসোনা, ভয় কি ?

মাতু। যে আজ্ঞা, চলুন, (স্বগত) কি করি, এদ্দিন প্রাণটা হাতে করেও রেখে ছিলাম, আজ আর থাকে না।

(দানবদের পরস্পর কথা।)

প্রথ। ভাই, ঐ দেখ দেখি, আবার সেই ইন্দির বেটা আস্‌ছে না।

দ্বিতী। তাই ত, তেম্‌নি ধারাই দেখ্‌চি, এবেটার লজ্জা নেই, যেবার আস্‌চে সেই-বারই পালাচ্চে, তবু নির্লজ্জ বেটা আবার আস্‌চে। মাঙ্‌ এবারে সে মর রে, একটা

মানুষ দেখ্‌ছি, মুখ খান্‌ তারই বটে। যা হউক, বেটার পিণ্ড ফুরিয়েছে।

রাজা। ওরে দুরাচার দানবগণ! তোরা কেন এই দেবলোকে দৌরাত্ম্য কর্‌ছিস, এখনি পালা। যদি প্রাণের আশঙ্কা থাকে, তবে এই দণ্ডে সুরলোক পরিত্যাগ কর, নৈলে আজ তোদের সবংশে নিপাত কর্‌বো।

গান। দাদা, ফলার মাতব্বি।

দাদা, ফলার মাতব্বি॥

তোরও ফলার, মোরও ফলার।

তোরও ফলার, মোরও ফলার॥

টীকারাচ্ছন্দে ছড়া।

ফলারের বড় ঘটা,

ফলারের বড় ঘটা,

কোথা হতে মানুষ বেটা,

এসেছে ঐ হাতে ধনুর্ব্বাণ।

চল২ ভাই যাড়ু,ভেঙে .... করিলাম॥

বিধির কি কৃপা দৃষ্টি,
বিধির কি কৃপা দৃষ্টি,
নরমাংস বড় মিষ্টি,
তাইতে আজ মিলেগেল ভাই ।
এসো তবে কয় ভায়েতে পেট্টা ভরে খাই ॥

বেটা ত আস্ত খোকা,
বেটা ত আস্ত খোকা,
এদ্দিনের পর মরণ পাখা,
উঠেছে তাই রণ কর্ত্তে চায় ।
জানেনা যে একটী চড়ে যাবেন যমালয় ॥

আমাদের ভয়ে কত,
আমাদের ভয়ে কত,
দেবাদি গন্ধর্ব্ব হত,
স্বর্গ ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালায় ।
মানুষ হয়ে যুদ্ধে সাজে দেখে হাসি পায় ॥

এমন যুত পাওয়া ভার,
এমন যুত পাওয়া ভার,
মুনি ঋষির শুকনো হাড়,

চিরকাল চিবিবে খরি হেতা।
তোরা সব খাস,আমায় কেবল দিস্ বেটার ঐ
মাথা॥
বেটা আবার নরের রাজা,
বেটা আবার নরের রাজা,
রাজমাংস খেতে মজা,
ভাঙ্গা কাঁচা যা ইচ্ছে যায়,
আজ আমাদের বড় দিন হায় হাব হাস॥

(রাজার প্রতি) ওরে বেটা তুই কি আমাদের সঙ্গে নিতান্ত যুদ্ধ কর্‌বি? তবে আয়, সে সাধটা মিটিয়ে নে।

রাজা। আর রে বেটারা, তোদের আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে। আজ তোদের নষ্ট করে৷ দেবলোক নিষ্কণ্টক করে যাব। মতুলি! তবে আমার ধনুর্ব্বাণ দাও।

মাতু। হাঁ মহারাজ, এই লন।

(যুদ্ধারম্ভ।)

রাজা। দেখ মাতুলি, আমি এ পর্য্যন্ত অনেক মহা মহা যোদ্ধার সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, কিন্তু এমন অতুল পরাক্রমশালী দানবত কখন দেখিনি। এদের যুদ্ধে আমি অতিশয় কাতর হয়েছি, বাণাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরীভূত হয়েছে। এক্ষণে কি রূপে এদের পরাজয় কর্ত্তে পারি, কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্ছিনে।

মাতু। তাই ত মহারাজ, আমিও বড় ভীত হয়েছি। দেখুন, এ পর্য্যন্ত ওদের পরাক্রম সমভাবেই আছে, কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। তবে এখনকার উপায়, সেই দানবদলনী দুর্গাকে একবার স্মরণ করে ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করুন, তা হলেই দুরন্ত দানব নিপাত হবে।

রাজা। মাতুলি, ভাল পরামর্শ দিয়েছ। সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী ব্রহ্মময়ী ব্যতীত কে বিপদকালে রক্ষা করে, তবে একবার তাঁকেই স্মরণ করা যাগ।

রাগিনী বাহার—তাল তেওট।

মা হের হর মনমোহিনী।

ডাকি কাতরে মা তোরে ও গো জননি।

অতি সভয়ে অভয় প্রদায়িনী।

নিলে দুর্গমে দুর্গা নাম, সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাম, প্রপন্নে পরিত্রাহি পরিণাম, দে মা সর্ব্বত্রে

শিব শিব সীমন্তিনী।

(দানবদের সঙ্গে পুর্ন যুদ্ধ এবং দানববধ।)

দেখ মাতুলি, দুরাচার দানব ত এইবার ধ্বংস হলো, এখন চল দেবরাজকে সংবাদ দিইগে, পরে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করে৷ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করবো।

মাতু। হাঁ মহারাজ, তবে রথারোহণ করুন।

(উভয়ের প্রস্থান।

পারিপার্শ্বিক।—(ধুয়া।)

ঘোরতর যুদ্ধ করি,
সবংশে অপু সংহারি,
সুরপুর করিয়ে সুস্থির।
মনের উল্লাসে শেষে, স্বরাজ্যে গমন আশে,
রথে উঠিলেন মহাবীর।
যাইতে২ ভুপ, দেখিলেন অপরূপ,
গিরি এক সুন্দর সুঠাম।
তবে জিজ্ঞাসেন রায়, কহ মাতুলি আমায়,
সবিশেষ পর্ব্বতের কি নাম।

(রাজা ও মাতুলি হেমকুট পর্ব্বতে উপনীত।)

রাজা। দেখ মাতুলি, ঐ যে সম্মুখে স্বর্ণময় একটা পর্ব্বত দেখা যায়, ঐ পর্ব্বতের নাম কি? এমন মনোহর পর্ব্বত ত কখন নয়নগোচর হয় নাই।

মাতু। মহারাজ, ও পর্ব্বতের নাম হেমকুট। অপ্সর এবং কিন্নর জাতি ঐ স্থানে

বাস করে, আর মহর্ষি কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। ঐ একটা সুপ্রসিদ্ধ তপস্যা সিদ্ধির স্থান।

রাজা। কি! ভগবান কশ্যপ এই পর্ব্বতে তপস্যা করেন? মাতুলি, তবে আমি একবার মহামুনিকে দর্শন করে নয়ন সফল ও আত্মা চরিতার্থ করি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

তবে এই খানে সারথি একবার রাখ হে রথ।
কশ্যপে প্রণামি একবার পূর্ণ করি মনোরথ।
গিরি নয় যে মহাতীর্থ, হেরিয়ে ব্যাকুল চিত্ত,
দেখাও হে আজ পরমার্থ, পাইতে পবিত্র পথ॥

মাতু। মহারাজ, যদি মহর্ষিকে দেখিবার নিতান্ত অভিলাষ হয়ে থাকে, তবে, ক্ষণকাল এইখানে দাঁড়ান, আমি আগে গিয়ে আপনার আগমন-বার্ত্তা তাঁকে জানাই, তবে এসে আপনাকে সঙ্গে করে লয়ে যাব।

রাজা। ভাল মাতুলি, আমি তবে এই

থানে থাকি, তুমি ত্বরায় মহর্ষিকে সংবাদ দিয়ে এস।

মাতু। হাঁ মহারাজ, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(তাপসী ও বালকের প্রবেশ।)

তাপ। বাছা শান্ত হও, শান্ত হও, কেন এত দৌরাত্ম্য কর ?

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! এ আবার কি ? শুনেছি এ অতি পবিত্র স্থান, জীব জন্তু প্রভৃতি অনেকে বাস করে, কিন্তু হিংসাদ্বেষ, মদমাৎসর্য্যাদি কিছু মাত্র নাই, পরস্পর সৌহার্দ্দ ভাবে নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে কাল যাপন করে, তবে আবার এখানে দৌরাত্ম্য কে করে ? যা হউক, দেখ্‌তে হলো। এই যে, একি !

তাপ। বাছা, সিংহ-শাবককে ছেড়ে দেও; কেন উহাকে উৎপীড়ন কর, ও নিরপ-রাধীকে ছেড়ে দেও।

বালক। না আমি ছাড়্‌বো না।

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! স্থানের কি মহাত্ম্য! সিংহ-শিশুর প্রতি মানব শিশু এত পীড়ন কচ্ছে, তা অবিচলিতচিত্তে সহ্য কচ্ছে, সিংহ শাবক একটুও বল প্রকাশ কচ্ছেনা। যাহা হউক, এমন বালক ত কখন দেখিনি! কি মনোহর রূপ, কি মধুমাখা কথাগুলি, ইচ্ছা হয় যেন একবার কোলে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। মনই বা এই শিশুকে দেখে এত অস্থির হচ্চে কেন? পুত্রহীন বলেই কি পরের পুত্র দেখে এত মনের মধ্যে স্নেহের উদয় হয়? তাই বটে—

তাপ। দেখ দেখি, এমন সময়ে এখানে কেউ নেই যে ছাড়িয়ে দেয়। ঐ যে কে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, এঁকেই একবার বলি। (রাজার প্রতি) মহাশয় যদি অনুগ্রহ করে এই শিশুর হাত হতে সিংহ শাবককে ছাড়িয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়।

রাজা। ভাল, তা দিচ্ছি। বাছারে সিং-হকে ছেড়ে দাও, ছি! দুরন্ত হইওনা। ওকে ত্যাগ করে আমার কোলে এস।

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

কোলে আয় রে যাদুমণি, শুনিরে সুমধুর বাণী।
হৃদয়ে রাখিয়ে তোরে, জুড়াইরে তাপিত প্রাণী।
হেরে তোর সুন্দরাকৃতি, মন আমার চঞ্চল অতি,
বলরে মোরে সম্প্রতি, কে তোর জনক জননী॥

আহা! শিশুটী দেখ্‌চি আপাদ সর্ব্বল-ক্ষণাক্রান্ত, না জানি এর পিতামাতা একে কোলে লয়ে কত প্রীতি লাভ করে। যা হউক ঋষিকুলে যে এমন কুমার জন্মে তাত আমি কখনই জান্‌তেম না।

তাপ। মহাশয়, এ শিশু ঋষি কুমার নয়।

রাজা। সে কি? তবে এর কোন্ বংশে জন্ম?

তাপ। এ সন্তানটী পুরুবংশীয়।

রাজা। পুরুবংশীয়! ভাল এর পিতার নাম কি বল্‌তে পার?

তাপ। সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? সে দুরাত্মা পামর বিনাপরাধে আপনার পতিপ-রায়ণা স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করেছে, তার নাম উচ্চারণ কত্তে নেই।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

কথা কেন জিজ্ঞাস আমারে।
ওহে না হেরি পাপিষ্ঠ তার সমান সংসারে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যার একই আকারে,
নারী বধ করিতে ভয় যে জন না করে।
তাই বলি মহাশয়, সে যে অতি দুরাশয়,
বিনা অপরাধে সতী পত্নী পরিহারে॥

রাজা। (স্বগত) এ কথাটা কেমন হলো! এ বালকটী পুরুবংশীয়। এর পিতা

পত্নী পরিত্যাগী। (প্রকাশে তাপসীর প্রতি) ভাল, এর পিতার নামই না বল্লে, এর জননীর নাম কি বল দেখি।

তাপ। মহাশয়,এর জননীর নাম শকুন্তলা।

রাজা। (স্বগত) হা মন! কিঞ্চিৎ স্থির হও। (তাপসীর প্রতি) কি! শকুন্তলা! ভাল, তিনি এখানে কার কাছে, আর কিরূপ অবস্থায় আছেন, বল দেখি শুনি।

তাপ। মহাশয়, তার দুরবস্থার কথা আপনাকে আর কি বল্‌বো, বোল্‌তে হলে আমাদের চক্ষের জল নিবারণ করা যায় না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তোমায় কব কি হে গুণমনি।
জনম দুঃখিনী, চিরবিরহিনী,
কহিতে তার দুঃখ বিদরে প্রাণী।
নারীর যত সুখ সবে বঞ্চিত হয়ে,
বেঁচে আছে কেবল পুত্র মুখ চেয়ে,
সার ধন ঐ শিশু কোলে লয়ে,

বনমধ্যে বাস করে সেই ধনী।
পতি হতে সতীর এতেক দুর্গতি,
না দেখি না শুনি কভু হেন রীতি,
বিনা দোষে যেমন রাম রঘুপতি,
বনে পাঠাইলেন জনক নন্দিনী ॥

(শকুন্তলার আগমন।)

শকু। দেখদেখি, এত বেলা হলো বাছা আমার কোথা গিয়ে কার সঙ্গে খেলা কচ্চে। এই গহন বিজন বন, চারিদিকে হিংস্রক জীব জন্তু কত বেড়াচ্চে, একলাটী কোথা গেল? একে এই ত কপাল, যদিও ভগবান একটী সন্তান দিয়াছেন, তাতেও বিশ্বাস নাই, কি জানি কপালে আর কি আছে। বাছারে, একবার মা বলে কোলে আয়, তোর জননী যে অতি অভাগিনী, তোরে না দেখ্‌লে ভুবন অন্ধকার দেখি, চারিদিক শূন্য দেখি আমার আর কেউ নেই।

রাগিণী যোগিয়া—তাল আড়া।

কোথারে দু:খিনীর জীবন দেখা দে আ-
মায় মা বলে।
অনেক ক্ষণ দেখি নাই বাছা একবার
আয় বাপ
করি কোলে।
জননী তোর অভাগিনী, তাই ডাকিরে
যাদুমণি,
এই ভয় অন্তরে গণি, আবার কি আছে
কপালে॥

(হঠাৎ রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে)
এ কি! আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি? (করদ্বয়ে
নয়ন মার্জ্জন।)

রাজ। আর সন্দেহ কেন কচ্চি? এই
তো সেই আমার চিরদু:খিনী প্রাণেশ্বরী।
হায়! এত দিনে বিধি বুঝি আমার সেই
হারানিধিকে মিলিয়ে দিলেন? (শকুন্তলার
প্রতি) দেখ প্রিয়ে, আমি তোমার সেই

পাপাত্মা পাষাণহৃদয় পতি, বিনা অপরাধে অনেক ভর্ৎসনা করে পরিত্যাগ করেছি-লাম। আমার সে সময় মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল; নৈলে কেন এমন হৃদয়ের নিধিকে দূরে নিক্ষেপ করবো। কিছু দিন পরেই সে দুর্দ্দৈব খণ্ডন হওয়াতে তোমাকে পুনরায় স্মরণ হলো, সেই অবধি জীবন্মৃতের ন্যায় দেহ ধারণ করে রয়েছি, আমাতে আর আমি নাই।

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

যে দিন প্রাণ প্রেয়সি তোমায় হইল স্মরণ।
সেই হতে অন্তরে আমার জ্বলে বিচ্ছেদ
হুতাশন।
ছিল না বিশ্বাস হেন, তোমারে পাইব পুনঃ,
ভাগ্যে হলো সে ঘটন, আমার অপরাধ কর
মার্জ্জন॥

(শকুন্তলার চরণে পতন।)

শকু। ওকি, ওকি, মহারাজ! উঠুন!

উঠুন। মহারাজ! আপনার কি দোষ, আমারি অদৃষ্টের দোষ, বিধাতা কপালে যা লিখেছেন তাই হয়েছে। আমার আপনার উপর কিছু আক্ষেপ নাই। এতদিনে যে দুঃখিনীকে মনে পড়েছে, তাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হয়েছে, আমার এমন দিন যে আর হবে কখন মনে ছিলনা। মহারাজ, এখন আপনার চন্দ্রানন দর্শন করে্য মনের সকল ক্লেশ শান্তি হোলো।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

হে মহারাজন, হয়ে অচেতন,
কেন পড় হে ধরণী পৃষ্ঠে।
তুমি কি করিবে বল, বিধির এ সকল,
বিড়ম্বন, বুঝিলাম এখন, হবার হয়েছে যা
আমার ছিল অদৃষ্টে।

মনে ভেবেছিলাম এজনমের মত,
স্বামী সুখ আমার ঘুচালেন বিধাতঃ,
যদি কপাল ক্রমে পেলাম তোমায়,

একবার চাও হে দাসির প্রতি করুনদৃষ্টে॥

(অঞ্চলের দ্বারা নয়ন মার্জ্জন।)

রাজা। প্রেয়সি, যে দিন দুর্দ্দৈব বশতঃ নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয়ে তোমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করি, তোমার দুনয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাস্‌তে লাগ্‌লো। দেখে পাষাণ ভেদ হয়, তথাপি আমার নির্দ্দয় মনে স্নেহের লেশমাত্রও হলো না। আর কত কটুবাক্য প্রয়োগ, কত বা তিরস্কার করে্য পরিত্যাগ কর্‌লাম। এখন এসো, তোমার নয়নজল মুছায়ে দিয়ে আমার সেই সকল মনোদুঃখ দূর করি।

শকু। ভাল মহারাজ, আপনাকে একটী কথা বলি, এই যে বলেন আমাকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন, তবে আবার কেমন করে্য এই দুঃখিনীরে পুনরায় মনে হোলো?

রাজা। প্রিয়ে তুমি যে সেই দিন আমাকে অঙ্গুরী দেখাইবলে দেখাতে পারোনা, কিছু দিন পরেই সেই অঙ্গুরী আমার

হাতে পড়ে, তাই দেখ্বামাত্রে আমার সমুদয় পূর্ব্ব কথা মনে হোলো। এই সেই অঙ্গুরী লও, লয়ে অঙ্গুলিভুষণ কর।

শকু। না মহারাজ, আর না। ও আংটী আপনার কাছেই থাক, ঐ আমার সর্ব্বনাশের মূল। নাথ, পতির স্নেহই নারীর পরম ভূষণ। এখন সেই ভূষণ বই অন্য ভু-ষণের অভিলাষ করিনে, তাই যেন চির কাল পাই, এই প্রার্থনা।

রাজা। এখন প্রিয়ে, যদি বিধাতা এত দুঃখের পর কিছু সুখের উন্মুখ করে দিলেন, তবে চল ভগবান কশ্যপকে প্রণাম করে, প্রাণপুত্র লয়ে স্বরাজ্যে গমন করি।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

তবে আজ রাজধানী যাই চলো চন্দ্রাননে।
ওহে মনসুখে অবিলম্বে পুত্র লয়ে শুভক্ষণে॥
অন্তরের ধন আমার, প্রাণের প্রেয়সী,
অন্তঃপুরে রবে হবে প্রধানা মহিষী,

মনোদুঃখ পরিহরি, সুখভোগ কর সুন্দরি,
এস হে সুযাত্রা করি, রথ আরোহণে ॥

(সকলের প্রস্থান !

(নটের প্রবেশ।)

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

সভার মনোনীত, করিতে বাঞ্ছিত, জানি যে
কিঞ্চিৎ করিলাম প্রকাশ।
মম সাধ্যাভাবে, যে দোষ সম্ভবে, নিজ গুণে
সবে, কর হে বিনাশ।
কিগুণ জানি হেন সন্তোষিব সবে,
তবে যদি স্বীয় সৎগুণ গৌরবে,
মম প্রতি প্রীতি প্রফুল্লিত ভাবে,
কর গুণাকর পূর্ণ অভিলাষ ॥

সমাপ্ত।